ঈশ্বরের বিস্ময়কর পরিত্রাণ

ঈশ্বরের বিস্ময়কর পরিত্রাণ

বিষয়বস্তু

১। ভূমিকা

২। ঈশ্বরের বাক্য এবং পথ

৩। ঈশ্বরের সৃষ্টি

৪। ঈশ্বরের নিখুঁত মঙ্গলময়তা

৫। ঈশ্বরের পরম ন্যায়বিচার

৬। ঈশ্বরের বিস্ময়কর ভালবাসা

৭। যীশু আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর

৮। যীশু আমাদের জন্য সব করেছেন

৯। যীশুতে বিশ্বাস করার সরলতা

১০। স্বর্গ ও নরক

১১। আত্মত্যাগ এবং আইন

১২। ভবিষ্যদ্বাণী এবং পূর্বাভাস

১৩। আদম ও হবা

১৪। কয়িন এবং হেবল

১৫। কুষ্ঠরোগ থেকে শিক্ষা নেওয়া

১৬। ঈশ্বরের চোখে দুই ধরনের মানুষ

১৭। আমাদের প্রয়োজন উপলব্ধি

১৮। ঈশ্বরের পরিত্রাণ সবার জন্য গ্রহণসাধ্য

১। ভূমিকা

ঈশ্বরের পরিত্রাণের বার্তা, যাকে গসপেল বা বেদবাক্য বলা হয় (যার অর্থ সুসংবাদ), খুব সহজ। এখানে একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হলঃ

ঈশ্বর সবকিছু খুব ভাল সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মৃত্যু, রোগ এবং কষ্ট আমাদের পাপের ফলস্বরূপ এসেছে। পাপ (বা অন্যায়) হল ঈশ্বরের ধার্মিকতার মানকে পরিমাপ করতে আমরা ব্যর্থ, তাই আমাদের সর্বদা ভাল এবং সঠিক কাজ করতে হবে। আমরা সকলেই পাপ করেছি এবং আমরা প্রকৃতিগতভাবে পাপী, এবং আমাদের কাজ (আমরা যা করি) কোনোভাবেই পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। ঈশ্বর পবিত্র, যার অর্থ হল তিনি তাঁর প্রকৃতি, চরিত্র, কাজ এবং কথার প্রতিটি দিক থেকে অদ্বিতীয়, নিখুঁত এবং চমৎকার। ঈশ্বরের স্বভাব হল নিখুঁত প্রেম, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক এবং সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য প্রকৃতির দ্বারা এবং তিনি কেবল আমাদের পাপকে উপেক্ষা করতে পারেন না কারণ তাঁর নিখুঁত ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের পাপের কারণে আমাদের বিরুদ্ধে বিচারের প্রয়োজন।

যেহেতু আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা এবং করুণা এত মহান, ঈশ্বর পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট, একজন মানুষ হয়েছিলেন, একজন কুমারীর মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং একটি পাপহীন জীবনযাপন করেছিলেন যাতে তিনি আমাদের জায়গায় ন্যায়বিচার সহ্য করতে পারেন। তিনি আমাদের পাপ নিজের উপর নিয়ে, এবং আমাদের পক্ষ থেকে আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে দান করার জন্য, শারীরিকভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন। যীশু আমাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন, কবরস্থ হয়েছিল, তারপর তিন দিন পর তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছিলেন। কারণ তিনি আমাদের জন্য এটি করেছেন, যদি আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি এবং তাঁর কাছে আসি, কেবলমাত্র বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছেন এবং তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন, তাঁর প্রেমময় পরিত্রাণের উপর আমাদের আস্থা রাখি (অন্য কোনো প্রয়োজন ছাড়া), তাহলে আমরা ক্ষমা পাব। আমরা নরক থেকে বাঁচব, এবং মৃত্যু, রোগ, যন্ত্রণা, দুঃখ, বেদনা এবং পাপ থেকে মুক্ত হয়ে স্বর্গে নিখুঁত শান্তি ও আনন্দের অনন্ত জীবন লাভ করব।

এই পুস্তিকাটি একটি ছোট অংশ দেখায় যে কতটা ব্যাপকভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণের বার্তা তাঁর সমগ্র বাক্যের (বাইবেল বা ধর্মগ্রন্থ) মাধ্যমে বলেছেন। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করার জন্য, এই পুস্তিকাটি প্রায় ৮০% শাস্ত্র। এতে পুরাতন নিয়ম ৩৯টি বইয়ের ৩২টি এবং নতুন নিয়ম ২৭টি বইয়ের ২৩টি থেকে অনুচ্ছেদ রয়েছে, যা বাইবেলের দুটি অংশ। এছাড়াও, বাইবেলের কোনো অনুচ্ছেদ একাধিকবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

পুরাতন নিয়ম ইহুদি/হিব্রু বাইবেলের মতোই (যাকে তানাখ বলা হয়)। ঈশ্বরের পরিত্রাণের বার্তা সর্বদা একই ছিল, এবং নতুন নিয়ম, পুরাতন নিয়ম থেকে কোন পরিবর্তিত নয়, বরং এটি ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিপূর্ণতা দেখায় যা তিনি পুরাতন নিয়মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই পয়েন্টগুলি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করার জন্য, এই পুস্তিকাটিতে নীল টেক্সটে পুরাতন নিয়ম শাস্ত্র এবং সবুজ টেক্সটে নতুন নিয়ম শাস্ত্র রয়েছে।

২। ঈশ্বরের বাক্য এবং পথ

বাইবেল একাধিক মানুষের হাতে লেখা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে।

- ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী (২ তীমথিয় ৩:১৬)
- কিন্তু সদাপ্রভুর মুখ হইতে যাহা যাহা নির্গত হয়, তাহাতেই মনুষ্য বাঁচে। (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:৩)
- কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন। (২ পিতর ১:২১)

ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং উপলব্ধি আমাদের বোঝার বাইরে।

- হা, প্রভু সদাপ্রভু! দেখ, তুমিই আপন মহাপরাক্রম ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছ; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। (যিরমিয় ৩২:১৭)
- আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার; কোন সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়। (ইয়োব ৪২:২)
- তিনি তারাগণের সংখ্যা গণনা করেন, সকলের নাম ধরিয়া তাহাদিগকে ডাকেন। আমাদের প্রভু মহান ও অতিশয় শক্তিমান; তাঁহার বুদ্ধির ইয়ত্তা নাই। (গীতসংহিতা ১৪৭:৪-৫)

ঈশ্বর বহু শতাব্দী ধরে তাঁর বাক্য রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। এটি সত্য এবং কখনই সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হবে না।

- সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্মল বাক্য...হে সদাপ্রভু, তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিবে, চিরতরে এই কালের লোক হইতে উদ্ধার করিবে। (গীতসংহিতা ১২:৬-৭)
- 'তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, পুষ্প ম্লান হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের ঈশ্বরের বাক্য চিরকাল থাকিবে।' (যিশাইয় ৪০:৮)
- অনন্তকালের নিমিত্ত, হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত। (গীতসংহিতা ১১৯:৮৯)
- আমি তোমার সাক্ষ্যকলাপের দ্বারা পূর্বাবধি জানি, তুমি চিরতরে সে সমস্ত স্থাপন করিয়াছ। (গীতসংহিতা ১১৯:১৫২)
- আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (মথি ২৪:৩৫)
- ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ (১ পিতর ১:২৩)
- আর এখন, হে প্রভু সদাপ্রভু, তুমিই ঈশ্বর, তোমারই বাক্য সত্য (২ শমূয়েল ৭:২৮)
- তোমার বাক্যের সমষ্টি সত্য (গীতসংহিতা ১১৯:১৬০)

আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিচার অনন্তকাল ধরে চলবে, এবং তিনি চান যেন আমরা সঠিক পথ বেছে নিতে পারি এবং তাঁর সাথে থাকতে পারি।

- আর যেমন মনুষ্যের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে (ইব্রীয় ৯:২৭)
- তোমার ধর্মময় প্রত্যেক শাসন চিরস্থায়ী। (গীত ১১৯:১৬০)
- মৃতগণের পুনরুত্থান ও অনন্তকালার্থক বিচার। (ইব্রীয় ৬:২)
- যে নিজ হৃদয়কে বিশ্বাস করে, সে হীনবুদ্ধি; কিন্তু যে প্রজ্ঞা-পথে চলে, সে রক্ষা পাইবে। (হিতোপদেশ ২৮:২৬)
- জ্ঞানবান ভয় করিয়া মন্দ হইতে সরিয়া যায়; কিন্তু হীনবুদ্ধি অভিমানী ও দুঃসাহসী। (হিতোপদেশ ১৪:১৬)
- সতর্ক লোক বিপদ দেখিয়া আপনাকে লুকায়, কিন্তু অবোধ লোকেরা অগ্রে গিয়া দণ্ড পায়। (হিতোপদেশ ২২:৩)

- যে আজ্ঞা পালন করে, সে আপন প্রাণ রক্ষা করে; যে তাহার আপন পথ উপেক্ষা করে, সে বিনষ্ট হইবে। (হিতোপদেশ ১৯:১৬)
- যে শাসন অমান্য করে, সে তাহার প্রাণকে তুচ্ছ করে (হিতোপদেশ ১৫:৩২)
- মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়া আপন প্রাণ খোয়ায়, তবে তাহার কি লাভ হইবে? (মার্ক ৮:৩৬)

ঈশ্বর সার্বভৌম, তাই তিনি আমাদের কাছে ঘোষণা করতে সক্ষম যে পরিত্রাণের সঠিক উপায় কী।

- সদাপ্রভু যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন, আকাশে, পৃথিবীতে, সমুদ্র-সমূহে ও সমস্ত জলধি-মধ্যে করিয়াছেন। (গীতসংহিতা ১৩৫:৬)
- তাঁহার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে ত্বরান্বিত হইও না; মন্দ বিষয়ে লিপ্ত থাকিও না; কেননা তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। কারণ রাজার বাক্য পরাক্রমবিশিষ্ট, আর 'তুমি কি করিতেছ? এমন কথা তাঁহাকে কে বলিতে পারে? (উপদেশক ৮:৩-৪)
- বাহিনীগণের সদাপ্রভু শপথ করিয়া বলিয়াছেন, অবশ্যই, আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তদ্রূপ ঘটিবে; আমি যে মন্ত্রণা করিয়াছি, তাহা স্থির থাকিবে। কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভুই মন্ত্রণা করিয়াছেন, কে তাহা ব্যর্থ করিবে? তাঁহারই হস্ত বিস্তারিত হইয়াছে, কে তাহা ফিরাইবে? (যিশাইয় ১৪:২৪,২৭)
- তিনি আপন ইচ্ছানুসারে কার্য করেন...এমন কেহ নাই যে, তাঁহার হস্ত থামাইয়া দিবে, কিম্বা তাঁহাকে বলিবে, তুমি কি করিতেছ? (দানিয়েল ৪:৩৫)

ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন, কিন্তু তিনি আমাদের "আন্তরিকতা" বা "বিশ্বাস" গ্রহণ করেন না যদি আমরা এটিকে ভুল পথে রাখি।

- কারণ তাহারা জ্ঞানকে ঘৃণা করিত,সদাপ্রভুর ভয় মনোনীত করিত না;আমার পরামর্শে সম্মত হইত না,আমার সমস্ত অনুযোগ তুচ্ছ করিত;তাই তাহারা স্ব স্ব আচরণের ফল ভোগ করিবে,স্ব স্ব কুপরামর্শে উদর পূর্ণ করিবে। ফলে, অবোধদের বিপথগমন তাহাদিগকে বধ করিবে,হীনবুদ্ধিদের নিশ্চিন্ততা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবে;কিন্তু যে জন আমার কথা শুনে,সে নির্ভয়ে বাস করিবে, শান্ত থাকিবে,অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবে না। (হিতোপদেশ ১:২৯-৩৩)
- অজ্ঞানের পথ তাহার নিজের দৃষ্টিতে সরল; কিন্তু যে জ্ঞানবান, সে পরামর্শ শুনে। (হিতোপদেশ ১২:১৫)
- কেননা আমি তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের উদ্যোগ আছে, কিন্তু তাহা জ্ঞানানুযায়ী নয়। (রোমীয় ১০:২)
- প্রাণ জ্ঞানবিহীন হইলে মঙ্গল নাই, যে দ্রুত পাদবিক্ষেপ করে, সে পাপ করে। (হিতোপদেশ ১৯:২)
- এই কারণ নির্ব্বোধ হইও না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি তাহা বুঝ। (ইফিষীয় ৫:১৭)
- যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম (মথি ২২:২৯)
- যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্ত্তা আছে; আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে। (যোহন ১২:৪৮)

আমাদের নিশ্চিত হওয়া উচিত যে আমাদের বিশ্বাসগুলি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে, এবং ভুল শিক্ষা, বা ঐতিহ্য বা আমাদের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে নয়।

- তিনি উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, "তোমাদের ভণ্ডদের সম্বন্ধে যিশাইয় ভালই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেমন লেখা আছে: : 'এই লোকেরা তাদের মুখে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে। এবং বৃথাই তারা আমার উপাসনা করে, মানুষের আদেশ মতবাদ শিক্ষা দেয়।. ঈশ্বরের আদেশকে একপাশে রেখে তোমরা মানুষের ঐতিহ্য ধরে রাখ" ...তিনি তাদের বললেন, "তোমরা ঈশ্বরের আদেশকে প্রত্যাখ্যান কর, যাতে তোমরা তোমাদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পার।"(মার্ক ৭:৬-৯)

কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে অনেক ভালোবাসেন, তিনি তাঁর বাক্যে আমাদের অনেক সতর্কবাণী দিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর বাক্যে আমাদের সঠিক পথও শেখান।

- তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ,আমার পথের আলোক।(গীতসংহিতা ১১৯:১০৫)
- তব বাক্যসমূহের বিকাশ আলোক প্রদান করে, তাহা অমায়িকদিগকে বুদ্ধিমান করে। (গীতসংহিতা ১১৯:১৩০)
- তোমার দাসও তদ্দ্বারা সুশিক্ষা পায়;তাহা পালন করিলে মহাফল হয়। (গীতসংহিতা ১৯:১১)
- তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন। আপনার দৃষ্টিতে জ্ঞানবান হইও না; সদাপ্রভুকে ভয় কর, মন্দ হইতে দূরে যাও। (হিতোপদেশ ৩:৫-৭)
- কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই। (রোমীয় ১৫:৪)
- পবিত্র ধর্মগ্রন্থ...খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য আপনাকে জ্ঞানী করতে সক্ষম। (২ তীমথিয় ৩:১৫)

আমরা ঈশ্বরের উপর আমাদের আস্থা রাখতে পারি কারণ তিনি কখনই তাঁর পথ পরিবর্তন করেন না।

- কারণ আমি সদাপ্রভু, আমার পরিবর্ত্তন নাই। (মালাখি ৩:৬)
- তুমি পুরাকালে পৃথিবীর মূল স্থাপন করিয়াছ, আকাশমণ্ডলও তোমার হস্তের রচনা। সে সকল বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি স্থির থাকিবে; সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় তাহাদিগকে খুলিবে, ও তাহাদের পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তুমি যে সেই আছ, তোমার বৎসর সকল কখনও শেষ হইবে না। (গীতসংহিতা ১০২:২৭)
- সমস্ত উত্তম দান এবং সমস্ত সিদ্ধ বর উপর হইতে আইসে, জ্যোতির্গণের সেই পিতা হইতে নামিয়া আইসে, যাঁহাতে অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তনজনিত ছায়া হইতে পারে না। (যাকোব ১:১৭)
- যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন। (ইব্রীয় ১৩:৮)
- ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্য-সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন; তিনি কহিয়া কি কার্য্য করিবেন না? তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না? (গণনাপুস্তক ২৩:১৯)
- সদাপ্রভু জাতিগণের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন, তিনি লোকবৃন্দের সঙ্কল্প সকল বিফল করেন। সদাপ্রভুর মন্ত্রণা চিরকাল স্থির থাকে, তাঁহার চিত্তের সঙ্কল্প পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। (গীতসংহিতা ৩৩:১০-১১)

৩। ঈশ্বরের সৃষ্টি

অন্য কোথাও ঈশ্বর নেই, এবং ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্ব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করেছেন।

- এইভাবে প্রভু বলেন..."আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই"। (যিশাইয় ৪৪:৬)

- সেকালের পুরাতন কার্য্য সকল স্মরণ কর; কারণ আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই। আমি শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে জানাই, আর বলি, আমার মন্ত্রণা স্থির থাকিবে, আমি আপনার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব। (যিশাইয় ৪৬:১০)
- কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই মনুষ্যদের সমস্ত ভক্তিহীনতা ও অধার্ম্মিকতার উপরে প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা অধার্ম্মিকতায় সত্যের প্রতিরোধ করে। কেননা ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানা যাইতে পারে, তাহা তাহাদের মধ্যে সপ্রকাশ আছে, কারণ ঈশ্বর তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন।ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই। (রোমীয় ১:১৮-২০)
- কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও বঞ্চকেরা, পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর হইবে। (২ তীমথিয় ৩:১৩)
- 'মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে, 'ঈশ্বর নাই। তাহারা নষ্ট, তাহারা ঘৃণার্হ অধর্ম করিয়াছে; সৎকর্ম করে, এমন কেহ নাই। (গীতসংহিতা ৫৩:১)
- দুষ্ট কেন ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে, মনে মনে বলে, তুমি অনুসন্ধান করিবে না? (গীতসংহিতা ১০:১৩)
- কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃত সকলের বিচার করিতে উদ্যত তাঁহারই কাছে উহাদিগকে নিকাশ দিতে হইবে। (১ পিতর ৪:৫)
- কেননা লিখিত আছে, "প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য, আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে, এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।"'সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে। (রোমীয় ১৪:১১-১২)

ঈশ্বর সবকিছু খুব সুন্দর সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মৃত্যু, রোগ এবং কষ্ট আমাদের পাপের কারণে এসেছে এবং অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু আশা আছে!

- পরে ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল। (আদিপুস্তক ১:৩১)
- অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল; (রোমীয় ৫:১২)
- আমি ক্ষয়শীল গলিত বস্তুর ন্যায়, আমি কীটকুট্টিত (পোকায় কাটা) বস্ত্রের সদৃশ। (ইয়োব ১৩:২৮)
- এই প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। (রোমীয় ৮:২১)
- আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হইতে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক; ইনি আমাদের পাপসমূহের জন্য আপনাকে প্রদান করিলেন, যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে আমাদিগকে এই উপস্থিত মন্দ যুগ হইতে উদ্ধার করেন। (গালাতীয় ১:৩-৪)
- প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদিগকে বিশ্বাস দ্বারা সমস্ত আনন্দে ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করুন, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমে প্রত্যাশায় উপচিয়া পড়। (রোমীয় ১৫:১৩)

৪. ঈশ্বরের নিখুঁত মঙ্গলময়তা

ঈশ্বর নিখুঁতভাবে ধার্মিক এবং সব উপায়ে এবং সব সময় মঙ্গলময়

- সদাপ্রভু আপনার সমস্ত পথে ধর্মশীল, আপনার সমস্ত কার্যে দয়াবান। (গীতসংহিতা ১৪৫:১৭)

- তদ্দ্বারা প্রচারিত হইবে যে, সদাপ্রভু সরল; তিনি আমার শৈল, এবং তাঁহাতে অন্যায় নাই। (গীতসংহিতা ৯২:১৫)
- তাহার মধ্যবর্তী সদাপ্রভু ধর্মশীল; তিনি অন্যায় করেন না। (সফনিয় ৩:৫)
- তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর, তাঁহার পবিত্র পর্বতের অভিমুখে প্রণিপাত কর; কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র। (গীতসংহিতা ৯৯:৯)
- ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। (১ যোহন ১:৫)

আমাদের স্বর্গে তাঁর সাথে থাকার জন্য ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে একই পরিপূর্ণতা চান, তবে আমরা সবাই সিদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছি।

- আর আমি ন্যায়বিচারকে মানরজ্জু, ও ধার্মিকতাকে ওলোনসূত্র করিব। (যিশাইয় ২৮:১৭)
- তোমরা পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর পবিত্র। (লেবীয় পুস্তক ১৯:২)
- অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও। (মথি ৫:৪৮)
- এখন হে ইস্রায়েল, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার কাছে কি চাহেন? কেবল এই, যেন তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় কর, তাঁহার সকল পথে চল ও তাঁহাকে প্রেম কর, এবং তোমার সমস্ত হৃদয় ও তোমার সমস্ত প্রাণের সহিত তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর সেবা কর, অদ্য আমি তোমার মঙ্গলার্থে সদাপ্রভুর যে যে আজ্ঞা ও বিধি তোমাকে দিতেছি, সেই সকল যেন পালন কর।(দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১২-১৩)
- আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও। (আদিপুস্তক ১৭:১)

আমাদের অন্যদের সাথে কীভাবে তুলনা করা হয়েছিল বা "আমাদের ভাল কাজগুলি আমাদের খারাপ কাজের চেয়ে বেশি ছিল" তার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন না।

- কিন্তু উহারা আপনাদের পরিমাপ-দণ্ডে আপনাদিগকে পরিমাণ করে, এবং আপনাদের সহিত আপনাদের তুলনা করে বলিয়া বুঝে না।(২ করিন্থীয় ১০:১২)
- কিন্তু সদাপ্রভু কহিলেন, তুমি উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; কারণ আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম। কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। (১ শমূয়েল ১৬:৭)
- কেননা যদি কেহ মনে করে, আমি কিছু, কিন্তু বাস্তবিক সে কিছুই নয়, তবে সে নিজে নিজেকে ভুলায়। (গালাতীয় ৬:৩)
- কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে। (যাকোব ২:১০)
- আর ধার্মিক লোক যদি আপন ধার্মিকতা হইতে ফিরিয়া অন্যায় করে, ও দুষ্টের কৃত সমস্ত ঘৃণার্হ ক্রিয়ানুরূপ আচরণ করে, তবে সে কি বাঁচিবে? তাহার কৃত কোন ধর্মকর্ম স্মরণে আনা যাইবে না; সে যে সত্যলঙ্ঘন করিয়াছে ও যে পাপ করিয়াছে, তাহাতেই মরিবে। (যিহিষ্কেল ১৮:২৪)

আমরা কেউই ঈশ্বরের মানকে পরিমাপ করি না এবং আমরা সকলেই তাঁর নিখুঁত এবং অসীম পবিত্রতার বিপরীতে সম্পূর্ণভাবে ছোট হয়ে যাই।

- ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিতে চাহিলেন, বিবেচক কেহ আছে কিনা, ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না। সকলে বিপথে গিয়াছে, একসঙ্গে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে; সৎকর্ম করে, এমন কেহ নাই, একজনও নাই। (গীতসংহিতা ৫৩:৩)
- এমন ধার্মিক লোক পৃথিবীতে নাই, যে সৎকর্ম করে, পাপ করে না। (উপদেশক ৭:২০)

- পৃথিবী হইতে সাধু উচ্ছিন্ন হইয়াছে, মনুষ্যদের মধ্যে সরল লোক একেবারে নাই; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম, সে শ্যাকুলের ন্যায়; আর যে অতি সরল। (মীখা ৭:২,৪)
- সামান্য লোকেরা বাষ্পমাত্র, মান্যবান লোকেরা মিথ্যা; তাহাদিগকে তৌল করিলে তাহারা উপরে উঠে; তাহাদের সর্বস্ব বাষ্প অপেক্ষা লঘু। (গীতসংহিতা ৬২:৯)
- তাহাদের সকলের প্রতি বর্তে- কারণ প্রভেদ নাই; কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হইয়াছে- (রোমীয় ৩:২২-২৩)
- কারণ সদাপ্রভু কহেন, আমার সঙ্কল্প সকল ও তোমাদের সঙ্কল্প সকল এক নয়, এবং তোমাদের পথ সকল ও আমার পথ সকল এক নয়। কারণ ভূতল হইতে আকাশমণ্ডল যত উচ্চ, তোমাদের পথ হইতে আমার পথ, ও তোমাদের সঙ্কল্প হইতে আমার সঙ্কল্প তত উচ্চ। (যিশাইয় ৫৫:৮-৯)
- আমাদের অবস্থা কি অন্য লোকদের হইতে শ্রেষ্ঠ? তাহা দূরে থাকুক... যেমন লিখিত আছে:" ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই...সকলেই বিপথে গিয়াছে, তাহারা এক সঙ্গে অকর্মণ্য হইয়াছে;সৎকর্ম করে এমন কেহই নাই, একজনও নাই"। (রোমীয় ৩:৯-১০,১২)

যীশু যেমন শিখিয়েছিলেন, ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কেবল কর্মেই নয়, হৃদয়, চিন্তাভাবনা, কথা, উদ্দেশ্য এবং মনোভাবের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণতা চান।

- দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত, তুমি গূঢ় স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে। (গীতসংহিতা ৫১:৬)
- তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, "তুমি ব্যভিচার করিও না"; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। (মথি ৫:২৭-২৮)
- সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল [হউক]; কেননা ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন। (ইব্রীয় ১৩:৪)
- তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, "তুমি নরহত্যা করিও না," আর 'যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে'... কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে; আর যে কেহ আপন ভ্রাতাকে বলে, 'রে নির্বোধ,' সে মহাসভার দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, 'রে মূঢ়,' সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পড়িবে। (মথি ৫:২১-২২)
- যে কেহ আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, সে নরঘাতক; এবং তোমরা জান, অনন্ত জীবন কোন নরঘাতকের অন্তরে অবস্থিতি করে না। (১ যোহন ৩:১৫)
- হা অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা ধিক্ তোমাদিগকে! কারণ তোমরা চূণকাম করা কবরের তুল্য; তাহা বাহিরে দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সর্ব প্রকার অশুচিতায় ভরা। তদ্রূপ তোমরাও বাহিরে লোকদের কাছে ধার্মিক বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা কপটতা ও অধর্মে পরিপূর্ণ। (মথি ২৩:২৭-২৮)

মিথ্যা বলার পাপের মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের চরিত্র সম্পর্কে নিজেদেরকে মিথ্যা বলা যেমন, "যেহেতু ঈশ্বর প্রেমময়, তাই তিনি আমাদের পাপ উপেক্ষা করবেন।"

- দেখ, তোমরা মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিতেছ, তাহা উপকার করিতে পারে না। (যিরমিয় ৭:৮)
- ধন্য সেই জন, যে সদাপ্রভুকে আপন বিশ্বাসভূমি করে, এবং তাহাদের দিকে না ফিরে, যাহারা অহঙ্কারী ও মিথ্যা পথে ভ্রমণ করে। (গীতসংহিতা ৪০:৪)
- তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে, সদাপ্রভু রক্তপাতীকে ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন। (গীতসংহিতা ৫:৬)

- বাহিরে রহিয়াছে কুকুরগণ, মায়াবিগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও প্রতিমাপূজকেরা, এবং যে কেহ মিথ্যা কথা ভালবাসে ও রচনা করে। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫)
- কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃণার্হ, বা নরঘাতক, বা বেশ্যাগামী, বা মায়াবী, বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি ও গন্ধকে প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু। (প্রকাশিত বাক্য ২১:৮)

মূর্তিপূজার পাপের মধ্যে রয়েছে আমাদের কল্পনায় ঈশ্বরের নিজস্ব মিথ্যা প্রতিচ্ছবি তৈরি করা যা আমরা পছন্দ করি এবং এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

- তখন ঈশ্বরের স্বরূপকে মনুষ্যের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে ক্ষোদিত স্বর্ণের কি রৌপ্যের কি প্রস্তরের সদৃশ জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। (প্রেরিত ১৭:২৯)
- ঈশ্বর কহিলেন:... "তুমি মনে করিয়াছ, আমি তোমারই মতন; আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করিব"। (গীতসংহিতা ৫০:১৬,২১)
- কারণ তাহার ছাঁচে ঢালা বস্তু মিথ্যামাত্র, তাহার মধ্যে শ্বাসবায়ু নাই। সেই সকল অসার, মায়ার কর্মমাত্র। (যিরমিয় ৫১:১৭-১৮)
- কেননা ঠাকুরগণ অসারতার কথা বলিয়াছে, তাহারা বৃথাই সান্ত্বনা দেয়। (সখরিয় ১০:২)
- তোমরা অবস্তু প্রতিমাগণের অভিমুখ হইও না, ও আপনাদের জন্য ছাঁচে ঢালা দেবতা নির্মাণ করিও না; আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর। (লেবীয় পুস্তক ১৯:৪)
- আর তাঁহার বিধি সকল ও তাহাদের পিতৃপুরুষদের সহিত কৃত তাঁহার নিয়ম, ও তাহাদের কাছে প্রদত্ত তাঁহার সাক্ষ্য সকল অগ্রাহ্য করিয়াছিল; আর অসার বস্তুর অনুগামী হইয়া আপনারাও অসার হইয়াছিল; এবং সদাপ্রভু যাহাদের মত কর্ম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই চতুর্দিকস্থ জাতিগণের অনুগামী হইয়াছিল। (২ রাজাবলি ১৭:১৫)

আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণের উপহার না পেলে, আমাদের পাপের ন্যায্য পরিণতি হল অনন্ত মৃত্যু, ঈশ্বরের রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন।

- যে কেহ আপন পিতাকে কিম্বা মাতাকে শাপ দেয়, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। (লেবীয় পুস্তক ২০:৯)
- যে জন গোপনে প্রতিবাসীর পরীবাদ করে, তাহাকে আমি উচ্ছেদ করিব...প্রতারণাকারী আমার গৃহমধ্যে বাস করিবে না; মিথ্যাবাদী আমার চক্ষুর্গোচরে স্থির থাকিবে না। (গীতসংহিতা ১০১:৫,৭)
- তাহারা সর্বপ্রকার অধার্মিকতা, দুষ্টতা, লোভ ও হিংসাতে পরিপূরিত, মাৎসর্য, বধ, বিবাদ, ছল ও দুর্বৃত্তিতে পূর্ণ; কর্ণেজপ, পরীবাদক, ঈশ্বর-ঘৃণাকারী, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ, নির্বোধ, নিয়ম ভঙ্গকারী, স্নেহ-রহিত, নির্দয়। তাহারা ঈশ্বরের এই বিচার জ্ঞাত ছিল যে, যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহারা মৃত্যুর যোগ্য, তথাপি তাহারা তদ্রূপ আচরণ করে, কেবল তাহা নয়, কিন্তু তদাচারী সকলের অনুমোদন করে। (রোমীয় ১:২৯-৩২)
- অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী, কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটূভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। (১ করিন্থীয় ৬:৯-১০)
- কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন। (রোমীয় ৬:২৩)

আমাদের পাপ আমাদের নিজস্ব দোষ এবং এর জন্য আমরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে দায়ী।

- যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না; ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে। (যিহিষ্কেল ১৮:২০)
- পরীক্ষার সময়ে কেহ না বলুক, ঈশ্বর হইতে আমার পরীক্ষা হইতেছে; কেননা মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, আর তিনি কাহারও পরীক্ষা করেন না; কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়। হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ভ্রান্ত হইও না।(যাকোব ১:১৩-১৬)
- তাহা কি অন্যায়কারীর জন্য বিপদ নয়, তাহা কি অধর্মাচারীদের জন্য দুর্গতি নয়? তিনি কি আমার পথ সকল দেখেন না, আমার সকল পাদবিক্ষেপ গণনা করেন না? (ইয়োব ৩১:৩-৪)
- সদাপ্রভু কহেন, এমন গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইব না? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদাপ্রভু কহেন। (যিরমিয় ২৩:২৪)
- হে ঈশ্বর, তুমি আমার মূঢ়তা জ্ঞাত আছ; আমার দোষ সকল তোমা হইতে গুপ্ত নয়। (গীতসংহিতা ৬৯:৫)
- আর তাঁহার সাক্ষাতে কোন সৃষ্ট বস্তু অপ্রকাশিত নয়; কিন্তু তাঁহার চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে, যাঁহার কাছে আমাদিগকে হিসাব দিতে হইব। (ইব্রীয় ৪:১৩)

আমাদের পাপপূর্ণতা ঈশ্বরের কাছে আপত্তিকর এবং আমাদের যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর পরিত্রাণ প্রয়োজন।

- তাহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে (কেননা পাপ না করে এমন কোন মনুষ্য নাই), এবং তুমি তাহাদের প্রতি রাগান্বিত হও। (১ রাজাবলি ৮:৪৬)
- দেখ, তুমি রাগান্বিত হইয়াছ, আর আমরা পাপ করিয়াছি, বহুকাল হইতে এই অবস্থাতে আছি, তবে আমরা কি পরিত্রাণ পাইব? (যিশাইয় ৬৪:৫)
- যেহেতু আমি দয়াবান, ইহা সদাপ্রভু বলেন, আমি চিরকাল ক্রোধ রাখিব না। কেবলমাত্র তোমার এই অপরাধ স্বীকার কর যে, তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করিয়াছ। (যিরমিয় ৩:১২-১৩)
- আর সেই দিন তুমি বলিবে, হে সদাপ্রভু, আমি তোমার স্তবগান করিব; কেননা তুমি আমার প্রতি রাগান্বিত ছিলে, কিন্তু তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, আর তুমি আমাকে সান্ত্বনা করিতেছ। দেখ, ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ; আমি সাহস করিব, ভীত হইব না। (যিশাইয় ১২:১-২)।

৫। ঈশ্বরের পরম ন্যায়বিচার

ঈশ্বর প্রেমময় এবং করুণাময় কিন্তু তিনি তাঁর ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করতে পারেন না এবং আমাদের পাপকে উপেক্ষা করতে পারেন না, তাই আমাদের তাঁর পরিত্রাণ প্রয়োজন।

- সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, ‘সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্যন্ত দয়ারক্ষক। অপরাধের, অধর্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন। (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭)

- সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান এবং অধর্মের ও অপরাধের ক্ষমাকারী, তথাপি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন, তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত সন্তানদের উপরে পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্তান। (গণনা পুস্তক ১৪:১৮)
- সদাপ্রভু ক্রোধে ধীর ও পরাক্রমে মহান, এবং তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন। (নহূম ১:৩)
- তিনি শৈল, তাঁহার কর্ম সিদ্ধ, কেননা তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য; তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, তাঁহাতে অন্যায় নাই; তিনিই ধর্মময় ও সরল। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪)
- তোমরা আপন আপন বাক্য দ্বারা সদাপ্রভুকে ক্লান্ত করিয়াছ। তথাপি বলিয়া থাক, কিসে তাঁহাকে ক্লান্ত করিয়াছি? এই কথায় করিতেছ, তোমরা বলিতেছ, যে কেহ দুষ্কর্ম করে, সে সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে উত্তম; তিনি তাহাদের প্রতি প্রীত; অথবা, বিচারকর্তা ঈশ্বর কোথায়? (মালাখি ২:১৭)
- আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই। (১ যোহন ১:৮)
- তথাপি বলিয়াছ, আমি নির্দোষ, অবশ্য তাঁহার ক্রোধ আমা হইতে ফিরিয়াছে। দেখ, আমি তোমার বিচার করিব, কারণ তুমি বলিতেছ, 'আমি পাপ করি নাই'। (যিরমিয় ২:৩৫)

ঈশ্বর সদয় এবং পরিত্রাণ প্রদান করেছেন, কিন্তু তিনি প্রদান করতে পারেন এমন কঠিন বিচারের কারণে তাকে যথাযথভাবে ভয় করা উচিত।

- অতএব ঈশ্বরের মধুর ভাব ও কঠোর ভাব দেখ। (রোমীয় ১১:২২)
- আমাদের ঈশ্বরের হস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত অন্বেষণকারীর উপরে আছে, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করে, তাঁহার পরাক্রম ও ক্রোধ সেই সকলের বিরুদ্ধ। (ইষ্রা ৮:২২)
- তোমার ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তোমার শাসনকলাপে আমি ভীত। (গীতসংহিতা ১১৯:১২০)
- আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর। (মথি ১০:২৮)
- হে প্রভু, কে না ভীত হইবে? এবং তোমার নামের গৌরব কে না করিবে? কেননা একমাত্র তুমিই পবিত্র। (প্রকাশিত বাক্য ১৫:৪)
- সদাপ্রভুর ভয় জ্ঞানের আরম্ভ; অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছ করে। (হিতোপদেশ ১:৭)
- সদাপ্রভুর ভয় জীবনে লইয়া যায়। (হিতোপদেশ ১৯:২৩)
- দয়া ও সত্যে অপারাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়, আর সদাপ্রভুর ভয়ে মনুষ্য মন্দ হইতে সরিয়া যায়। (হিতোপদেশ ১৬:৬)

যীশু খ্রীষ্ট নিজেই বিচারক, এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর বিচারের শর্তাবলী আগেই জানিয়েছিলেন।

- কেননা তিনি একটি দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত ব্যক্তি দ্বারা ন্যায়ে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন। (প্রেরিত্ ১৭:৩১)
- সদাপ্রভুর সাক্ষাতেই করিবে, কেননা তিনি আসিতেছেন, তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন; তিনি ধর্মশীলতায় জগতের বিচার করিবেন, আপন বিশ্বস্ততায় জাতিগণের বিচার করিবেন। (গীতসংহিতা ৯৬:১৩)
- যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা সন্ধির সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন...তাঁহাকেই ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। (প্রেরিত্ ১০:৩৬,৪২)
- কিন্তু ঈশ্বরই বিচারকর্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন। (গীতসংহিতা ৭৫:৭)
- দুষ্কর্মের দণ্ডাজ্ঞা ত্বরায় সিদ্ধ হয় না, এই কারণ মনুষ্যসন্তানদের অন্তঃকরণ দুষ্কর্ম করিতে সম্পূর্ণরূপে রত হয়। (উপদেশক ৮:১১)

- সদাপ্রভু এই কথা কহেন...'একটি কথাও চাপিয়া রাখিও না। হয় ত, তাহারা শুনিবে, ও প্রত্যেকে আপন আপন কুপথ হইতে ফিরিবে; তাহা হইলে তাহাদের আচরণের দুষ্টতা প্রযুক্ত আমি তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা হইতে ক্ষান্ত হইব। '(যিরমিয় ২৬:২-৩)
- আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার-ব্যবহার অনুসারে তোমাদের বিচার করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু বলেন। তোমরা ফির, আপনাদের কৃত সমস্ত অধর্ম হইতে মন ফিরাও, তাহাতে তাহা তোমাদের অপরাধজনক বিঘ্ন হইবে না। (যিহিষ্কেল ১৮:৩০)
- যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাঁহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতু সে ঈশ্বরের এক জাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই। (যোহন ৩:১৮)

ঈশ্বর তাঁর প্রেমে, অনন্ত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ প্রদান করেছেন এবং আমাদের সতর্ক করেছেন, এবং আমরা যদি তাঁর বিপক্ষ হয়ে থাকি, তবে তা আমাদের পছন্দের দ্বারা, তাঁর পছন্দ দ্বারা নয়।

- ঈশ্বর আমাদের পক্ষে পরিত্রাণসাধক ঈশ্বর; মৃত্যু হইতে উত্তরণ প্রভু সদাপ্রভুরই বশে। ঈশ্বর অবশ্য আপন শত্রুগণের মস্তক ও কুপথগামীর সকেশ-কপাল চূর্ণ করিবেন। (গীতসংহিতা ৬৮:২০-২১)
- তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব? (ইব্রীয় ২:৩)
- বরং আমরা আপনাদের অন্তরে এই উত্তর পাইয়াছিলাম যে, মৃত্যু আসিতেছে, যেন আপনাদের উপরে নির্ভর না করিয়া মৃতগণের উত্থাপনকারী ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করি। তিনিই এত বড় মৃত্যু হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন ও উদ্ধার করিবেন। (২ করিন্থীয় ১:৯-১০)
- সদাপ্রভু, আমার প্রার্থনা শুন; আমার বিনতিতে কর্ণপাত কর; তোমার বিশ্বস্ততায় ও তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে উত্তর দেও। তোমার দাসকে বিচারে আনিও না, তোমার সাক্ষাতে ত কোন প্রাণী ধার্মিক নয়। (গীতসংহিতা ১৪৩:১-২)
- সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, তোমার ধর্মশীলতা অনুসারে আমার বিচার কর, উহারা আমার উপরে আনন্দ না করুক। (গীতসংহিতা ৩৫:২৪)
- ঈশ্বর, তোমার নামে আমাকে পরিত্রাণ কর, তোমার পরাক্রমে আমার বিচার নিষপন্ন কর।(গীতসংহিতা ৫৪:১)
- সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ; ধার্মিক তাহারই মধ্যে পলাইয়া রক্ষা পায়। (হিতোপদেশ ১৮:১০)
- কিন্তু তোমার কঠিন ভাব এবং অপরিবর্তনশীল চিত্ত অনুসারে তুমি নিজের জন্য এমন ক্রোধ সঞ্চয় করিতেছ, যাহা ক্রোধের ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচার-প্রকাশের দিনে আসিবে; তিনি ত প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্যানুযায়ী ফল দিবেন। (রোমীয় ২:৫-৬)

৬. ঈশ্বরের বিস্ময়কর ভালবাসা

ঈশ্বর প্রেমময়, করুণাময়, ধৈর্যশীল, ক্ষমাশীল এবং অতুলনীয়।

- যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। (১ যোহন ৪:৮)
- সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান। (গীতসংহিতা ১০৩:৮)
- হে সদাপ্রভু, তোমার করুণা বহুবিধ; তোমার শাসনকলাপ অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত কর। (গীতসংহিতা ১১৯:১৫৬)
- কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান। (ইফিষীয় ২:৪)
- কিন্তু তুমি ক্ষমাবান ঈশ্বর, কৃপাময় ও স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান, তাই তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে না। (নহিমিয় ৯:১৭)

- তাঁহার প্রজাদের পাপমোচনে তাহাদিগকে পরিত্রাণের জ্ঞান দিবার জন্য। ইহা আমাদের ঈশ্বরের সেই কৃপাযুক্ত স্নেহহেতু হইবে, যদ্দ্বারা ঊর্ধ্ব হইতে ঊষা আমাদের তত্ত্বাবধান করিবে। (লূক ১:৭৭-৭৮)
- তিনি চিরকাল ক্রোধ রাখেন না, কারণ তিনি দয়ায় প্রীত। (মীখা ৭:১৮)
- কেননা আমি জানিতাম, তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনাকারী। (যোনা ৪:২)

ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে চান, কিন্তু এটি কেবল ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলার মাধ্যমেই সম্ভব যা হচ্ছে যীশুতে বিশ্বাস করা।

- আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু। (যোহন ১৫:১৪)
- কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। (যোহন ১:১২)
- আর এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়াছিল, 'তোমরা আমার প্রজা নহ,' সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাইবে, 'জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান'। (হোশেয় ১:১০)
- আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সহভাগিতা হয়। আর আমাদের যে সহভাগিতা, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহিত। (১ যোহন ১:৩)

ঈশ্বর আমাদের পাপের বিরুদ্ধে তাঁর ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠা করেছেন (প্রায়শ্চিত্ত) এবং আমাদের জন্য মৃত্যুদন্ড বহন করে তাঁর ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন।

- আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর আপনার একজাত পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমরা তাঁহার দ্বারা জীবন লাভ করিতে পারি। ইহাতেই প্রেম আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। (১ যোহন ৪:৯-১০)
- কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন। (রোমীয় ৫:৮)
- হে ভ্রাতৃগণ, তোমাদিগকে সেই সুসমাচার জানাইতেছি, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন, ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন... তাহার পরে একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন (১ করিন্থীয় ১৫:১,৩-৪,৬)
- কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। (যোহন ৩:১৬)

যীশু তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবন কেড়ে নেননি, কিন্তু তিনি অসীম প্রেমে আমাদের জন্য নিজেকে দিয়েছেন।

- কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি। (যোহন ১০:১৮)
- তিনি আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিলেন, ইহাতে আমরা প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি। (১ যোহন ৩:১৬)
- আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন। (গালাতীয় ২:২০)

- আর প্রেমে চল, যেমন খ্রীষ্টও তোমাদিগকে প্রেম করিলেন এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশে, সৌরভের নিমিত্ত, উপহার ও বলিরূপে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন। (ইফিষীয় ৫:২)

৭। যীশু আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর

যীশু আছেন, এবং সর্বদা ছিলেন এবং সর্বদাই থাকবেন। ঈশ্বর পুত্র, যিনি প্রেমে একজন মানুষ হয়ে নত হয়েছিলেন যাতে তিনি আমাদেরকে তাঁর পরিত্রাণ (জীবনের রুটি) দিয়ে অনন্ত জীবন খাদ্য দান করতে পারেন।

- আমি তাহাদিগকে কোলে করিতাম; কিন্তু আমি যে তাহাদিগকে সুস্থ করিলাম, ইহা তাহারা বুঝিল না। আমি মনুষ্যের বন্ধনী দ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতাম, প্রেমরজ্জু দ্বারাই করিতাম, আর আমি তাহাদের পক্ষে সেই লোকদের ন্যায় ছিলাম, যাহারা হনূ হইতে জোয়ালি উঠাইয়া লয়, এবং আমি তাহাদিগকে ভক্ষ্য দিতাম। (হোশেয় ১১:৩-৪)
- পরে সদাপ্রভু কহিলেন..."আমি তাহাদের দুঃখ জানি। সেই দুগ্ধমধুপ্রবাহী দেশে তাহাদিগকে আনিবার জন্য নামিয়া আসিয়াছি" (যাত্রাপুস্তক ৩:৭-৮)
- যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন,..."আমিই সেই জীবন্ত খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। কেহ যদি এই খাদ্য খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, আর আমি যে খাদ্য দিব, সে আমার মাংস, জগতের জীবনের জন্য।" (যোহন ৬:৪৩,৫১)
- আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন...আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন। (যোহন ১:১,১৪)
- পিতৃপুরুষেরা তাহাদের, এবং মাংস অনুসারে তাহাদেরই মধ্য হইতে খ্রীষ্ট উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সর্বোপরিস্থ ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য। (রোমীয় ৯:৫)
- ঈশ্বর মাংসে প্রকাশিত হইলেন, আত্মাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হইলেন (১ তীমথিয় ৩:১৬)
- কেননা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে (কলসীয় ২:৯)
- কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং মানবজাতির প্রতি প্রেম প্রকাশিত হইল (তীত ৩:৪)
- যাঁহারা আমাদের ঈশ্বরের ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় আমাদের সহিত সমরূপ বহুমূল্য বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন (২ পিতর ১:১)
- তথাপি ঈশ্বরই পূর্বাবধি আমার রাজা, পৃথিবীর মধ্যে পরিত্রাণের সাধনকর্তা। (গীতসংহিতা ৭৪:১২)

যীশু দেখিয়েছিলেন যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন, তিনিই ঈশ্বর । তিনি বিনা বিতর্কে থোমার দ্বারা ঘোষণাও পেয়েছিলেন।

- ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, "আমি যে আছি, সেই আছি;" আরও কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। (যাত্রাপুস্তক ৩:১৪)
- তখন যিহূদীরা তাঁহাকে কহিল, "তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তুমি কি অব্রাহামকে দেখিয়াছ?" যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্বাবধি আমি আছি।" তখন তাহারা তাঁহার উপর ছুড়িয়া মারিবার জন্য পাথর তুলিয়া লইল (যোহন ৮:৫৭-৫৯)
- পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এই দিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুইখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও...অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী হও।" থোমা উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!" যীশু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিয়াছ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? ধন্য তাহারা, যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিল।" (যোহন ২০:২৭-২৯)

যীশু একজন মানুষ হয়েছিলেন যাতে তিনি আমাদের পাপের শাস্তি নিতে পারেন। তিনি আমাদের জন্য মধ্যস্থতাকারী ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বর এবং একজন মানুষ উভয়ই ছিলেন।

- অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন। (ইব্রীয় ২:১৭)
- কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু, তিনি সকলের নিমিত্ত মুক্তির মূল্যরূপে আপনাকে প্রদান করিয়াছেন; এই সাক্ষ্য যথাসময়ে দাতব্য। (১ তীমথিয় ২:৫-৬)

যীশু, আমাদের ধার্মিক ঈশ্বর, যিনি প্রেমের সাথে আমাদের পাপ বহন করেছিলেন যাতে আমরা তাঁর সাথে থাকতে পারি, তিনিই একমাত্র পরিত্রাতা এবং পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

- আমার পূর্বে কোন ঈশ্বর নির্মিত হয় নাই এবং আমার পরেও হইবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নাই। (যিশাইয় ৪৩:১০-১১)
- আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; আমি ধর্মশীল ও ত্রাণকারী ঈশ্বর; আমি ব্যতীত অন্য নাই। (যিশাইয় ৪৫:২১)
- কেবল সদাপ্রভুতেই ধার্মিকতা ও শক্তি আছে; তাঁহারই কাছে লোকেরা আসিবে, এবং যে সকল লোক তাঁহাতে বিরক্ত, তাহারা লজ্জিত হইবে। (যিশাইয় ৪৫:২৪)
- তবে আপনারা সকলে ইহা জ্ঞাত হউন...নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে...এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে... আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নিচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে। (প্রেরিত্ ৪:১০,১২)
- কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও। (যোহন ২০:৩১)

যীশু, তাঁর দয়ায়, তিনিই একমাত্র পরিত্রাতা এবং পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলে আমাদেরকে ভুল পথ এড়াতে সাহায্য করেন।

- যীশু তাহাকে বলিলেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।" (যোহন ১৪:৬)
- যীশু পুনর্বার তাহাদিগকে কহিলেন,..." আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে" (যোহন ১০:৭,৯)
- যীশু আবার লোকদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, "আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে।" (যোহন ৮:১২)
- এই জন্য তোমাদিগকে বলিলাম যে, তোমরা তোমাদের পাপসমূহে মরিবে; কেননা যদি বিশ্বাস না কর যে, আমিই তিনি, তবে তোমাদের পাপসমূহে মরিবে। (যোহন ৮:২৪)

ঈশ্বরের আদেশে একটি ব্রোঞ্জ সাপ স্থাপন করা হয়েছিল। এটি যীশুর ক্রুশে আমাদের পাপ বহন করার প্রতীকী ছিল, এবং পরিত্রাণ পেতে আমাদের তাঁর দিকে তাকাতে হবে, তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে।

- তখন মোশি পিত্তলের এক সর্প নির্মাণ করিয়া পতাকার ঊর্ধ্বে রাখিলেন; তাহাতে এইরূপ হইল, সর্প কোন মনুষ্যকে দংশন করিলে যখন সে ঐ পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তখন বাঁচিল। (গণনা পুস্তক ২১:৯)

- যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন..."আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পায়।" (যোহন ৩:১০,১৪-১৫)
- কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, যে কেহ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়; আর আমিই তাঁহাকে শেষ দিনে উঠাইব। (যোহন ৬:৪০)
- হে পৃথিবীর প্রান্ত সকল, আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, কেননা আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়। (যিশাইয় ৪৫:২২)
- তিনি আমাদের "পাপভার তুলিয়া লইয়া" আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই; "তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছ"। (১ পিতর ২:২৪)

৮। যীশু আমাদের জন্য সব করেছেন

যীশু আমাদের জন্য পরিত্রাণের পুরো কাজটি করেছিলেন, এবং আমরা সেখানে কিছুই যোগ করতে বা অবদান রাখতে পারি না।

- ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্ধ্বলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন। (ইব্রীয় ১:৩)
- তিনি যুগপর্যায়ের পরিণামে, আত্মযজ্ঞ দ্বারা পাপ নাশ করিবার নিমিত্ত, প্রকাশিত হইয়াছেন। (ইব্রীয় ৯:২৬)
- আমি জানি, ঈশ্বর যাহা কিছু করেন, তাহা চিরস্থায়ী; তাহা বাড়াইতেও পারা যায় না, কমাইতেও পারা যায় না; আর ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, যেন তাঁহার সম্মুখে মনুষ্যগণ ভীত হয়। (উপদেশক ৩:১৪)
- পরে আমার হস্ত যে সকল কার্য করিত, যে পরিশ্রমে আমি পরিশ্রান্ত হইতাম, সেই সমস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সে সকলই অসার ও বায়ুভক্ষণ মাত্র; সূর্যের নিচে কিছুই লাভ নাই। (উপদেশক ২:১১)
- তুমি আহ্বান করিবে, ও আমি উত্তর দিব। তুমি আপন হস্তকৃতের প্রতি মমতা করিবে। (ইয়োব ১৪:১৫)
- আমি অনন্তকালতরে ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস করি। চিরকাল আমি তোমার স্তব করিব, কেননা তুমি কার্য সাধন করিয়াছ (গীতসংহিতা ৫২:৮-৯)
- বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য কর; কেননা মনুষ্যের সাহায্য অলীক। ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বীরের কর্ম করিব (গীতসংহিতা ১০৮:১২-১৩)
- হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর, নিজ দয়ানুসারে আমাকে পরিত্রাণ কর, যেন তাহারা জানিতে পায় যে, এ তোমার হস্ত, তুমিই, হে সদাপ্রভু, এই সকল করিয়াছ। (গীতসংহিতা ১০৯:২৬-২৭)
- হে সদাপ্রভু, তুমি আমার ঈশ্বর; আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করিব, তোমার নামের প্রশংসা করিব; কেননা তুমি আশ্চর্য কার্য করিয়াছ; পুরাকালীন মন্ত্রণা সকল সাধন করিয়াছ, বিশ্বস্ততায় ও সত্যে (যিশাইয় ২৫:১)
- যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক গণনা করেন- তাহার বিশ্বাসই ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হয়। এই প্রকারে দায়ূদও সেই ব্যক্তিকে ধন্য বলিয়া উল্লেখ করেন, যাহার পক্ষে ঈশ্বর কার্য ব্যতিরেকে ধার্মিকতা গণনা করেন (রোমীয় ৪:৫-৬)

শুধুমাত্র যীশুর কাজই আমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সমস্ত পাপ থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

- হে সদাপ্রভু, তুমি আমাদের নিমিত্ত শান্তি নিরূপণ করিবে, কেননা আমাদের সমস্ত কার্যই তুমি আমাদের নিমিত্ত সাধন করিয়া আসিতেছ। (যিশাইয় ২৬:১২)
- আমি পরাৎপর ঈশ্বরকে ডাকিব, আমার জন্য কার্যসাধক ঈশ্বরকেই ডাকিব। (গীতসংহিতা ৫৭:২)
- তিনিই ঈশ্বর, তাঁহার পথ সিদ্ধ...তিনি নিজ শরণাগত সকলের ঢাল। কারণ সদাপ্রভু ব্যতীত আর ঈশ্বর কে আছে? আমাদের ঈশ্বর ব্যতীত আর শৈল কে আছে? ঈশ্বর আমার দৃঢ় দুর্গ; তিনি সিদ্ধকে আপন পথে চালান। (২ শমূয়েল ২২:৩১-৩৩)
- কিন্তু ইনি পাপার্থক একই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন...কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন। (ইব্রীয় ১০:১২,১৪)
- এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন। (ইব্রীয় ৭:২৫)
- আর খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। আমরা যে নিজেরাই কিছুর মীমাংসা করিতে নিজ গুণে উপযুক্ত, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের উপযোগিতা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন (২ করিন্থীয় ৩:৪-৫)
- এবং তোমরা তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ (কলসীয় ২:১০)
- সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে। (যোহন ৬:৪৭)

পরিত্রাণ সম্পূর্ণরূপে এবং অবাধে প্রদান করা হয়েছিল তাঁর কাজ এবং তাঁর ধার্মিকতা দ্বারা।

- তাহারা স্তববলি উৎসর্গ করুক, আনন্দগানসহ তাঁহার ক্রিয়ার বর্ণনা করুক। (গীতসংহিতা ১০৭:২২)
- আমি প্রভু সদাপ্রভুর শরণ লইলাম, যেন তোমার সমস্ত ক্রিয়া বর্ণনা করিতে পারি। (গীতসংহিতা ৭৩:২৮)
- চল, ঈশ্বরের ক্রিয়া সকল দেখ; মনুষ্য-সন্তানদের বিষয়ে তিনি স্বকর্মে ভয়াবহ। (গীতসংহিতা ৬৬:৫)
- কেননা, হে সদাপ্রভু, তুমি আপন কার্য দ্বারা আমাকে আলহাদিত করিয়াছ; আমি তোমার হস্তকৃত কার্য সকলে জয়ধ্বনি করিব। (গীতসংহিতা ৯২:৪)
- অনেক লোক স্ব স্ব সাধুতার কীর্তন করে, কিন্তু বিশ্বস্ত লোক কে খুঁজিয়া পাইতে পারে? (হিতোপদেশ ২০:৬)
- আমি তোমার শরণ লইয়াছি... আমি সদাপ্রভুকে বলিয়াছি তুমিই আমার প্রভু; তুমি ব্যতীত আমার মঙ্গল নাই। (গীতসংহিতা ১৬:১-২)
- আর সেই দিন তাহাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহাদিগকে ন্যায় নিস্তার করিবেন...আঃ! তাহাদের কেমন মঙ্গল ও কেমন শোভা! (সখরিয় ৯:১৬-১৭)
- আহা! তোমার দত্ত মঙ্গল কেমন মহৎ, যাহা তুমি তোমার ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করিয়াছ, যাহা মনুষ্য-সন্তানদের সাক্ষাতে তোমার শরণাপন্নদের পক্ষে সাধন করিয়াছ (গীতসংহিতা ৩১:১৯)

- তোমরা সদাপ্রভুর স্তব কর; কেননা তিনি মঙ্গলময়; তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী (গীতসংহিতা ১৩৬:১)
- "আমার মঙ্গলদান দ্বারা আমার প্রজাগণ তৃপ্ত হইবে", ইহা সদাপ্রভু কহেন। (যিরমিয় ৩১:১৪)
- যীশু তাহাকে বিদায় করিয়...কহিলেন,"তুমি তোমার গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং তোমার নিমিত্ত ঈশ্বর যে যে মহৎ কার্য করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত বল। (লূক ৮:৩৮-৩৯)

আমাদের নিজস্ব ধার্মিকতা নেই, তবে আমরা যদি ঈশ্বরের ধার্মিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করি তবে আমাদের ধার্মিকতা থাকতে পারে।

- কারণ খ্রীষ্টও একবার পাপসমূহের জন্য দুঃখভোগ করিয়াছিলেন- সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের নিমিত্ত- যেন আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান (১ পিতর ৩:১৮)
- ফলতঃ ঈশ্বরের ধার্মিকতা না জানায়, এবং নিজ ধার্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বশীভূত হয় নাই। কেননা ধার্মিকতার নিমিত্ত, প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে, খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পরিণাম। (রোমীয় ১০:৩-৪)
- কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। (মথি ৬:৩৩)
- তিনি রাজা হইয়া রাজত্ব করিবেন, বুদ্ধিপূর্বক চলিবেন, এবং দেশে ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করিবেন...আর তিনি এই নামে আখ্যাত হইবেন, "সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা।" (যিরমিয় ২৩:৫-৬)
- সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা প্রকাশ করিয়াছেন; আইস, আমরা সিয়োনে গিয়া আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কার্য প্রচার করি। (যিরমিয় ৫১:১০)
- আমার মুখ তোমার ধর্মশীলতা বর্ণনা করিবে, তোমার পরিত্রাণ সমস্ত দিন বর্ণনা করিবে...আমি প্রভু সদাপ্রভুর পরাক্রমের ক্রিয়া সকল লইয়া উপস্থিত হইব; আমি তোমার, কেবল তোমারই ধর্মশীলতা উল্লেখ করিব। (গীতসংহিতা ৭১:১৫-১৬)

পরিত্রাণ একটি বিনামূল্যের উপহার,যা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপা এবং করুণা থেকে, কোনো যোগ্যতা বা কারণ ছাড়াই আমরা তা গ্রহণ করি।

- তখন সেই আর এক ব্যক্তি অর্থাৎ, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা দানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চিতরূপে জীবনে রাজত্ব করিবে। (রোমীয় ৫:১৭)
- ঈশ্বরের বর্ণনাতীত দানের নিমিত্ত তাঁহার ধন্যবাদ হউক। (২ করিন্থীয় ৯:১৫)
- কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে। (ইফিষীয় ২:৮-৯)
- সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াও এবং দেখ সদাপ্রভু অদ্য তোমাদের যে নিস্তার করেন...সদাপ্রভু তোমাদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিবেন, তোমরা নীরব থাকিবে। (যাত্রাপুস্তক ১৪:১৩-১৪)
- যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে (ইফিষীয় ১:৭)
- তাহা যখন অনুগ্রহে হইয়া থাকে, তখন আর কার্য হেতু হয় নাই; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই রহিল না। (রোমীয় ১১:৬)
- আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়,কিন্তু আপনার দয়ানুসারে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন (তীত ৩:৫)

যীশুর পাশে ক্রুশবিদ্ধ অপরাধীদের মধ্যে একজন আগে তাকে অপমান করছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তার হৃদয় পরিবর্তন হয়েছিল এবং যীশু দেখিয়েছিলেন যে তিনি তার কথার দ্বারা রক্ষা পেয়েছেন এবং পরমদেশে থাকবেন ।

- তখন দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইল, একজন দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন বাম পার্শ্বে...আর যে দুই জন দস্যু তাঁহার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও সেইরূপে তাঁহাকে তিরস্কার করিল (মথি ২৭:৩৮,৪৪)
- আর যে দুই দুষ্কর্মকারীকে ক্রুশে টাঙ্গান গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, "তুমি নাকি সেই খ্রীষ্ট? আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর।" কিন্তু অন্য জন উত্তর দিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, "তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমি ত একই দণ্ড পাইতেছ। আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাইতেছি; কারণ যাহা যাহা করিয়াছি, তাহারই সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি অপকার্য কিছুই করেন নাই।"পরে সে কহিল, "যীশু আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন।" তিনি তাহাকে কহিলেন, "আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।" (লূক ২৩:৩৯-৪৩)

তিনি ক্রুশে যা বলেছিলেন তার দ্বারা, যীশু দেখিয়েছিলেন যে, তাঁর ভালবাসা অনুসারে, তিনি আমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে মুক্তির কাজ শেষ করেছিলেন।

- যীশু...কহিলেন, 'সমাপ্ত হইল' ; পরে মস্তক নত করিয়া আত্মা সমর্পণ করিলেন। (যোহন ১৯:৩০)
- খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ হইলেন (গালাতীয় ৩:১৩)
- হে, প্রভু, তুমি আমার প্রাণের বিবাদ সকল নিষ্পত্তি করিয়াছ; আমার জীবন মুক্ত করিয়াছ। (বিলাপ ৩:৫৮)

যীশুর পুনরুত্থান দেখায় যে তিনি একটি পাপহীন জীবন যাপন করেছিলেন এবং আমাদের পাপের জন্য বিচার বহনকারী বিকল্প হিসাবে গৃহীত হয়েছিল।

- সেই যীশু আমাদের অপরাধের নিমিত্ত সমর্পিত হইলেন, এবং আমাদের ধার্মিক গণনার নিমিত্ত উত্থাপিত হইলেন। (রোমীয় ৪:২৫)
- আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ। কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ (১ করিন্থীয় ১৫:১৭,২০)
- ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনি নিজ বিপুল দয়া অনুসারে মৃতগণের মধ্য হইতে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা, জীবন্ত প্রত্যাশার নিমিত্ত আমাদিগকে পুনর্জন্ম দিয়াছেন (১ পিতর ১:৩)
- যীশু তাঁহাকে কহিলেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে" (যোহন ১১:২৫)

৯। যীশুতে বিশ্বাস করার সরলতা

ঈশ্বরের পরিত্রাণকে সুসংবাদও বলা হয় কারণ আমাদের পরিমাপ করতে হবে না, তবে কেবলমাত্র যীশুতে বিশ্বাস করতে হবে।

- কিন্তু আশঙ্কা হইতেছে, পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ততায় হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়। (২ করিন্থীয় ১১:৩)

- তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, "আমরা যেন ঈশ্বরের কার্য করিতে পারি, এ জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে?" যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "ঈশ্বরের কার্য এই, যেন তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।" (যোহন ৬:২৮-২৯)
- যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়। (প্রেরিত্ ১০:৪৩)
- দেখিও, দর্শন বিদ্যা ও অনর্থক প্রতারণা দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া না যায়; তাহা মনুষ্যদের পরমপরাগত শিক্ষার অনুরূপ, জগতের অক্ষরমালার অনুরূপ, খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়। (কলসীয় ২:৮)
- তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়। সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য হেতু কোন মনুষ্য ধার্মিক গণিত হইবে না। (গালাতীয় ২:১৬)
- সমস্ত ভুবন! সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও, দিন দিন তাঁহার পরিত্রাণ ঘোষণা কর। (১ বংশাবলি ১৬:২৩)

কেউ কেউ এমন কিছু যোগ করে সুসমাচারের সরলতাকে বিকৃত করার চেষ্টা করে যা সংরক্ষিত হতে বা সংরক্ষিত থাকার জন্য করতে হবে।

- ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ; তিনি আপনার শরণাপন্ন লোকদের ঢালস্বরূপ। তাঁহার বাক্যকলাপে কিছু যোগ করিও না; পাছে তিনি তোমার দোষ ব্যক্ত করেন, আর তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হও। (হিতোপদেশ ৩০:৫-৬)
- বল দেখি, কাহা হইতে এমন ত্রাসযুক্তা ও ভীতা হইয়াছ যে, মিথ্যা কথা বলিতেছ, এবং আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, মনে স্থান দেও নাই?... আমি তোমার ধার্মিকতার তত্ত্ব দেখাইব! আর তোমার কার্য সকল! সেই সকল তোমার উপকারী হইবে না...কিন্তু বায়ু তাহাদিগকে উড়াইয়া লইবে, একটি নিশ্বাস সেই সকলকে লইয়া যাইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি আমার শরণাপন্ন সে দেশাধিকার পাইবে, ও আমার পবিত্র পর্বত অধিকার করিবে। (যিশাইয় ৫৭:১১-১৩)
- আর আমি ইহাদিগকে উড়াইয়া দিব, যেমন প্রান্তরস্থ বায়ুর সম্মুখে নাড়া উড়িয়া যায়। ইহাই তোমার নির্দিষ্ট অধিকার, আমা দ্বারা নিরূপিত তোমার অংশ, এই কথা সদাপ্রভু কহেন; যেহেতু তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, এবং মিথ্যাতে বিশ্বাস করিয়াছ। এই জন্য আমিও তোমার পরিচ্ছদের অন্ত মুখের ঊর্ধ্ব পর্যন্ত তুলিয়া দিব, আর তোমার লজ্জা দেখা যাইবে। (যিরমিয় ১৩:২৪-২৬)
- আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তোমরা এত শীঘ্র তাঁহা হইতে অন্যবিধ সুসমাচারের দিকে ফিরিয়া যাইতেছ। তাহা আর কোন সুসমাচার নয়; কেবল এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা তোমাদিগকে অস্থির করে, এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করিতে চায়। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে- আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক- তবে সে শাপগ্রস্ত হউক। (গালাতীয় ১:৬-৮)

মূর্তিপূজার পাপের মধ্যে ঈশ্বরের (স্রষ্টার) পরিবর্তে আমাদের কাজকে বেশি মূল্যায়িত করে প্রশংসিত করে।

- আর তাহাদের দেশ প্রতিমায় পরিপূর্ণ, তাহারা আপনাদের হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করে, তাহা ত তাহাদেরই অঙ্গুলি দ্বারা নির্মিত। (যিশাইয় ২:৮)
- আর আমি ইহাদের সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার জন্য ইহাদের বিরুদ্ধে আমার শাসন সকল প্রচার করিব; কেননা ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাদের নিকটে ধূপ জ্বালাইয়াছে, ও আপন আপন হস্তকৃত বস্তুর কাছে প্রণিপাত করিয়াছে। (যিরমিয় ১:১৬)

- কারণ তাহারা মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্তন করিয়াছে, এবং সৃষ্ট বস্তুর পূজা ও আরাধনা করিয়াছে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তাকে নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। (রোমীয় ১:২৫)
- তাহারা অবস্তুতে নির্ভর করে, ও মিথ্যা কহে (যিশাইয় ৫৯:৪)
- যাহারা অলীক নিঃসার বস্তু মানে, তাহারা নিজ দয়ানিধিকে পরিত্যাগ করে...পরিত্রাণ সদাপ্রভুরই কাছে। (যোনা ২:৮-৯)

আমাদের "অহংকার" করা উচিত নয় এই ভেবে যে আমরা অবদান রাখতে পারি, বরং আমাদের দেহের (নিজের) উপর সমস্ত আস্থা বাদ দিয়ে "সুন্নত বা ত্বকচ্ছেদ" হওয়া উচিত।

- যে সকল লোক মাংসে সুরূপ দেখাইতে ইচ্ছা করে, তাহারাই তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হইতে বাধ্য করিতেছে...যেন তাহারা তোমাদের মাংসে শ্লাঘা করিতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে শ্লাঘা করি, তাহা দূরে থাকুক...কারণ ত্বক্‌ছেদ কিছুই নয়, অত্বক্‌ছেদও নয়, কিন্তু নূতন সৃষ্টিই সার। (গালাতীয় ৬:১২-১৫)
- ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল (২ করিন্থীয় ৫:১৭)
- আমরাই ত ছিন্নত্বক্‌ লোক, আমরা যাহারা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি, এবং খ্রীষ্ট যীশুতে শ্লাঘা করি, মাংসে প্রত্যয় করি না (ফিলিপীয় ৩:৩)
- অতএব তোমরা আপন আপন হৃদয়ের ত্বকাগ্র ছেদন কর, এবং আর অবাধ্য হইও না। (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৬)

ঈশ্বর ঘোড়ায় চড়াকে মাংসে (নিজের) আস্থা রাখার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন এবং তা করার পরিণতি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করেন।

- ধিক্‌ তাহাদিগকে, যাহারা সাহায্যের জন্য মিসরে নামিয়া যায়, অশ্বগণে বিশ্বাস করে, রথের বাহুল্য প্রযুক্ত রথে নির্ভর করে...কিন্তু ইস্রায়েলের পবিত্রতমের দিকে চাহে না, এবং সদাপ্রভুর অন্বেষণ করে না!... মিসরীয়গণ ত মনুষ্যমাত্র, ঈশ্বর নয়; তাহাদের অশ্বগণ মাংসমাত্র, আত্মা নয় (যিশাইয় ৩১:১,৩)
- আত্মাই জীবনদায়ক, মাংস কিছু উপকারী নয়। (যোহন ৬:৬৩)
- 'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা,' ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন। (সখরিয় ৪:৬)
- ত্রাণের জন্য অশ্ব মিথ্যা, সে আপন মহাশক্তিতে রক্ষা করিতে পারে না। দেখ, সদাপ্রভুর দৃষ্টি তাহাদের উপরে, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, যাহারা তাঁহার দয়ার প্রতীক্ষা করে, মৃত্যু হইতে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য (গীতসংহিতা ৩৩:১৭-১৯)
- তাহারা খলতাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহারা ফিরিয়া আসিতে অসম্মত। আমি কর্ণপাত করিয়া শুনিলাম, কিন্তু তাহারা যথার্থ কথা কহিল না; কেহ আপন দুষ্টতার জন্য অনুতাপ করিয়া বলে না, 'হায়, আমি কি করিলাম!' অশ্ব যেমন ঊর্ধ্বশ্বাসে যুদ্ধে দৌড়াইয়া যায়, তেমনি প্রত্যেক জন, আপন আপন ধাবন পথে ফিরে। (যিরমিয় ৮:৫-৬)
- অশ্বের বলে তিনি আনন্দ করেন না, পুরুষের চরণেও সন্তুষ্ট হন না। সদাপ্রভু তাহাদের উপর সন্তুষ্ট, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, যাহারা তাঁহার দয়ার অপেক্ষায় থাকে। (গীতসংহিতা ১৪৭:১০-১১)
- তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস; কেননা তুমি নিজ অপরাধে উছোট খাইয়াছ। তাঁহাকে বল, "সমুদয় অপরাধ হরণ কর; যাহা উত্তম, তাহা গ্রহণ কর...আমরা অশ্বে আরোহণ করিব না, এবং আপনাদের হস্তকৃত বস্তুকে আর কখনও বলিব না, 'আমাদের ঈশ্বর।'" (হোশেয় ১৪:১-৩)

- আমি সদাপ্রভুর উদ্দেশে গান করিব; কেননা তিনি মহিমান্বিত হইলেন, তিনি অশ্ব ও তদারোহীকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সদাপ্রভু আমার বল ও গান, তিনি আমার পরিত্রাণ হইলেন; এই আমার ঈশ্বর, আমি তাঁহার প্রশংসা করিব (যাত্রাপুস্তক ১৫:১-২)
- ইহারা রথে ও উহারা অশ্বে নির্ভর করে, কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের কীর্তন করিব। (গীতসংহিতা ২০:৭)

আমাদের মূল্য আছে কারণ ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের ভালোবাসেন, কিন্তু ঈশ্বর অহংকার এবং আত্মবিশ্বাসকে ঘৃণা করেন। আমাদের আস্থা ঈশ্বরের উপর থাকা উচিত।

- সদাপ্রভুর ভয় দুষ্টতার প্রতি ঘৃণা; অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও কুপথ, এবং কুটিল মুখও আমি ঘৃণা করি। (হিতোপদেশ ৮:১৩)
- কেননা ভিতর হইতে, মনুষ্যদের অন্তঃকরণ হইতে, কুচিন্তা বহির হয়- বেশ্যাগমন, চৌর্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লমপটতা, কুদৃষ্টি, নিন্দা, অভিমান ও মূর্খতা; এই সকল মন্দ বিষয় ভিতর হইতে বাহির হয়, এবং মনুষ্যকে অশুচি করে। (মার্ক ৭:২১-২৩)
- মনুষ্যের অহঙ্কার তাহাকে নিচে নামাইবে, কিন্তু নম্রচিত্ত ব্যক্তি সম্মান পাইবে। (হিতোপদেশ ২৯:২৩)
- বিনাশের পূর্বে অহঙ্কার, পতনের পূর্বে মনের গর্ব। (হিতোপদেশ ১৬:১৮)
- একটি পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল; কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ। (হিতোপদেশ ১৪:১২)
- দেখ, তাহার প্রাণ দর্পে স্ফীত, তাহার অন্তর সরল নয়, কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি আপন বিশ্বাস দ্বারা বাঁচিবে। (হবক্কূক ২:৪)
- হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, তুমি ধার্মিকতায় ভয়ানক ক্রিয়া দ্বারা আমাদিগকে উত্তর দিবে; তুমি পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের, এবং দূরবর্তী সমুদ্রবাসীদের বিশ্বাস-ভূমি (গীতসংহিতা ৬৫:৫)

এখানে যীশু দুজন ব্যক্তির সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত শিখিয়েছিলেন, একজন যিনি তার কাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন এবং অন্যজন যিনি ঈশ্বরের করুণার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন ।

- যাহারা আপনাদের উপরে বিশ্বাস রাখিত, মনে করিত যে, তাহারাই ধার্মিক, এবং অন্য সকলকে হেয় জ্ঞান করিত, এমন কয়েক জনকে তিনি এই দৃষ্টান্ত কহিলেনঃ "দুই ব্যক্তি প্রার্থনা করিবার জন্য ধর্মধামে গেল; একজন ফরীশী আর একজন করগ্রাহী। ফরীশী দাঁড়াইয়া আপনি এইরূপ প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সকল লোকের- উপদ্রবী, অন্যায়ী ও ব্যভিচারীদের- মত কিম্বা ঐ করগ্রাহীর মত নহি; আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই বার উপবাস করি, সমস্ত আয়ের দশমাংশ দান করি। কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কহিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ঐ ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।" (লূক ১৮:৯-১৪)

আমাদের পিতার ইচ্ছা পালন করা উচিত, আমাদের "পরাক্রমশালী কাজের" উপর আস্থা রাখার পরিবর্তে যীশুর সমাপ্ত কাজের উপর আস্থা রাখা উচিত।

- যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারিবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু,আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য করি নাই? তখন আমি

তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও। (মথি ৭:২১-২৩)

১০। স্বর্গ ও নরক

নরক (এখন দোষ বা পাপ, পরে আগুনের হ্রদ) হল সেই জায়গা যেখানে শয়তান (দিয়াবল) এবং যারা ঈশ্বরের পথ প্রত্যাখ্যান করে তাদের সকলেরই শেষ হবে।

- তোমরা প্রবুদ্ধ হও...তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। (১ পিতর ৫:৮)
- আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল "অগ্নি ও গন্ধকের" হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল, যেখানে ঐ পশু ও ভাক্ত ভাববাদীও আছে; আর তাহারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে দিবারাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে। (প্রকাশিত বাক্য ২০:১০)
- কালক্রমে ঐ কাঙ্গাল মরিয়া গেল, আর স্বর্গদূতগণ তাহাকে লইয়া অব্রাহামের কোলে বসাইলেন। পরে সেই ধনবানও মরিল, এবং কবরপ্রাপ্ত হইল। আর পাতালে, যাতনার মধ্যে, সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে অব্রাহামকে এবং তাঁহার কোলে লাসারকে দেখিতে পাইল। তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, পিতঃ অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা পাইতেছি। (লূক ১৬:২২-২৪)
- তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্যায়ের যুগে যুগে উঠে; তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১১)

কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের পরিত্রাণ পাই, তাহলে আমরা উদ্ধার পাব এবং স্বর্গে (নতুন পৃথিবীতে) তাঁর সাথে আমাদের অনন্ত শান্তি এবং আনন্দ থাকবে।

- সদাপ্রভু, আমি তোমার শরণ লইয়াছি...তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর (গীতসংহিতা ৭১:১-২)
- তিনি মৃত্যুকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট করিয়াছেন, ও প্রভু সদাপ্রভু সকলের মুখ হইতে চক্ষুর জল মুছিয়া দিবেন (যিশাইয় ২৫:৮)
- আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না; শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)
- সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ "প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে"। (প্রকাশিত বাক্য ২২:৫)
- কারণ দেখ, আমি নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করি; এবং পূর্বে যাহা ছিল, তাহা স্মরণে থাকিবে না, আর মনে পড়িবে না। কিন্তু আমি যাহা সৃষ্টি করি, তোমরা তাহাতে চিরকাল আমোদ ও উল্লাস কর (যিশাইয় ৬৫:১৭-১৮)
- আর আমার আবাস তাহাদের উপরে অবস্থিতি করিবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। (যিহিষ্কেল ৩৭:২৭)
- পরে আমি "এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী" দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে...পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন। (প্রকাশিত বাক্য ২১:১,৩)

- কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এমন নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্মিকতা বসতি করে। (২ পিতর ৩:১৩)
- তোমরা যত লোক খ্রীষ্টে আছ, তোমাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্তুক। (১ পিতর ৫:১৪)
- আর শান্তির প্রভু স্বয়ং সর্বদা সর্বপ্রকারে তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সহবর্তী হউন। (২ থিষলনীকীয় ৩:১৬)

১১। আত্মত্যাগ এবং আইন

ঈশ্বর বলিদান চান না। বলিদানগুলি পাপের গুরুতরতা এবং আসন্ন ত্রাণকর্তার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য ছিল।

- বলিদানে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ...তুমি হোম ও পাপের নিমিত্ত বলিদান চাহ নাই। (গীতসংহিতা ৪০:৬)
- সদাপ্রভু বলিতেছেন, তোমাদের বলিদান বাহুল্যে আমার প্রয়োজন কি?..."বৃষের কি মেষের, কি ছাগের রক্তে আমার কিছু সন্তোষ নাই...অসার নৈবেদ্য আর আনিও না...আমি অধর্মযুক্ত পর্বসভা সহিতে পারি না" (যিশাইয় ১:১১,১৩)
- কারণ আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়; এবং হোম অপেক্ষা ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান [চাই]। (হোশেয় ৬:৬)
- ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্মাণ করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্তনির্মিত মন্দিরে বাস করেন না; কোন কিছুর অভাব প্রযুক্ত মনুষ্যদের হস্ত দ্বারা সেবিতও হন না, তিনিই সকলকে জীবন, শ্বাস ও সমস্তই দিতেছেন। (প্রেরিত্ ১৭:২৪-২৫)

একটি নিখুঁত বলিদানের প্রয়োজনীয়তা ছিল পাপহীন ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করা, যিনি একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলিদান।

- তোমরা সদোষ কিছু উৎসর্গ করিও না, কেননা তাহা তোমাদের পক্ষে গ্রাহ্য হইবে না। আর কোন লোক যদি মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করে...তবে গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে তাহা নির্দোষ হইবে; তাহাতে কোন দোষ থাকিবে না। (লেবীয় পুস্তক ২২:২০-২১)
- তোমাদের সেই শাবকটি নির্দোষ হইবে (যাত্রাপুস্তক ১২:৫)
- তোমরা ত জান, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলীক আচার-ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়ণীয় বস্তু দ্বারা, রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা, মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ। (১ পিতর ১:১৮-১৯)
- তিনি যীশুকে আসিতে দেখিলেন...আর কহিলেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান!" (যোহন ১:২৯)
- আর তোমরা জান, পাপভার লইয়া যাইবার জন্য তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই। (১ যোহন ৩:৫)
- কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে। অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ-সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই। (ইব্রীয় ৪:১৫-১৬)

ঈশ্বর ত্যাগ (যা আমরা ভালো বলে মনে করি) নয়, বরং অনুতাপ (আমাদের পাপ স্বীকার করা এবং যীশুর উপর বিশ্বাস করা) চান।

- ‘আমি কি লইয়া সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইব, ঊর্ধ্বস্থ ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হইব? আমি কি হোমবলি লইয়া, একবর্ষীয় গোবৎসদিগকে লইয়া, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইব...?’ সহস্র সহস্র মেষে ও অযুত অযুত তৈলপ্রবাহে কি সদাপ্রভু প্রসন্ন হইবেন? আমি আপন অধর্মের নিমিত্ত কি আপনার প্রথমজাত পুত্রকে দিব? আমার প্রাণের পাপ প্রযুক্ত কি শরীরের ফল দান করিব? হে মনুষ্য, যাহা ভাল, তাহা তিনি তোমাকে জানাইয়াছেন (মীখা ৬:৬-৮)
- কেননা তুমি বলিদানে প্রীত নহ, হইলে তাহা দিতাম, হোমে তোমার সন্তোষ নাই। ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি ভগ্ন আত্মা; হে ঈশ্বর, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করিবে না। (গীতসংহিতা ৫১:১৬-১৭)
- তোমরা ধার্মিকতার বলি উৎসর্গ কর, আর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ। (গীতসংহিতা ৪:৫)
- আমরা খ্রীষ্ট-বিষয়ক আদিম কথা পশ্চাৎ ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনর্বার এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, যথা মৃত ক্রিয়া হইতে পরিবর্তন ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস (ইব্রীয় ৬:১)
- ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে... সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছি। (প্রেরিত্ ২০:২১)

পুরাতন নিয়মের আইন পরিত্রাণের উপায় হিসেবে দেওয়া হয়নি, বরং আমাদের ত্রাণকর্তার প্রয়োজন উপলব্ধি করতে সাহায্য করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

- কেননা আজ্ঞা প্রদীপ ও ব্যবস্থা আলোক (হিতোপদেশ ৬:২৩)
- আর আমরা জানি, ব্যবস্থা যাহা কিছু বলে, তাহা ব্যবস্থার অধীন লোকদিগকে বলে; যেন প্রত্যেক মুখ বদ্ধ এবং সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের বিচারের অধীন হয়। যেহেতু ব্যবস্থার কার্য দ্বারা কোন প্রাণী তাঁহার সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে। (রোমীয় ৩:২০)
- কেননা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদিগকে ক্ষয়ের পাত্র করিলেন...কারণ আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। (যিরমিয় ৮:১৪)
- আমরা প্রভুর নিকটে কি উত্তর দিব? কি কথা বলিব? কিসেই বা আপনাদিগকে নির্দোষ দেখাইব? ঈশ্বর আপনার দাসদের অপরাধ প্রকাশ করিয়াছেন (আদিপুস্তক ৪৪:১৬)
- আমার প্রাণ নীরবে ঈশ্বরের অপেক্ষা করিতেছে, তাঁহা হইতেই আমার পরিত্রাণ। (গীতসংহিতা ৬২:১)
- এই ব্যবস্থা পাঠ করিবে...যেন তাহারা শুনিয়া শিক্ষা পায় ও তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:১১-১২)
- আর সদাপ্রভু আমাদিগকে এই সমস্ত বিধি পালন করিতে, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভয় করিতে আজ্ঞা করিলেন, যেন যাবজ্জীবন আমাদের মঙ্গল হয়, আর তিনি অদ্যকার মত যেন আমাদিগকে জীবিত রাখেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৬:২৪)
- কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম উত্তম বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট, তাহা সেই সকল বিষয়ের অবিকল মূর্তি নহে; সুতরাং একরূপ যে সকল বার্ষিক যজ্ঞ নিয়ত উৎসর্গ করা যায়, তদ্দ্বারা যাহারা নিকটে উপস্থিত হয়...কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞে বৎসর বৎসর পুনর্বার পাপ স্মরণ করা হয়। কারণ বৃষের কি ছাগের রক্ত যে পাপ হরণ করিবে, ইহা হইতেই পারে না। (ইব্রীয় ১০:১,৩-৪)
- এই প্রকারে ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের পরিচালক দাস হইয়া উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই। (গালাতীয় ৩:২৪)
- এই ব্যক্তির দ্বারা পাপের মোচন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে; আর মোশির ব্যবস্থাতে তোমরা যে সকল বিষয়ে ধার্মিক গণিত হইতে পারিতে না, যে কেহ বিশ্বাস করে, সে সেই সকল বিষয়ে এই ব্যক্তিতেই ধার্মিক গণিত হয়। (প্রেরিত্ ১৩:৩৮-৩৯)

বিশ্রামবারের বিশ্রামের আইনটি একটি চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হয়েছিল যে আমাদের কাজ থেকে "বিশ্রাম" নেওয়া উচিত এবং ঈশ্বরের কাজে আস্থা রাখা উচিত।

- তোমরা অবশ্য আমার বিশ্রামদিন পালন করিবে; কেননা তোমাদের পুরুষানুক্রমে আমার ও তোমাদের মধ্যে ইহা এক চিহ্ন রহিল, যেন তোমরা জানিতে পার যে, আমিই তোমাদের পবিত্রকারী সদাপ্রভু...যে কেহ সেই দিন অপবিত্র করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে; কারণ যে কেহ ঐ দিনে কার্য করিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে (যাত্রাপুস্তক ৩১:১৩-১৪)
- বিশ্রামবার...সম্বন্ধে, এই সকল ত আগামী বিষয়ের ছায়ামাত্র, কিন্তু দেহ খ্রীষ্টের। (কলসীয় ২:১৬-১৭)
- যীশু কহিলেন..."হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" (মথি ১১:২৫,২৮)

পুরাতন নিয়মের লোকেরা তাদের কাজের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেনি, বরং ঈশ্বরের আসন্ন পরিত্রাণের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করেছিল।

- হে কঠিন-চিত্তেরা, তোমরা যাহারা ধার্মিকতা হইতে দূরবর্তী, আমার কথা শুন; আমি নিজ ধর্মশীলতা নিকটস্থ করিলাম; তাহা দূরে থাকিবে না, আর আমার পরিত্রাণের বিলম্ব হইবে না (যিশাইয় ৪৬:১২-১৩)
- সদাপ্রভু এই কথা কহেন, "তোমরা ন্যায়বিচার রক্ষা কর, ধার্মিকতার অনুষ্ঠান কর, কেননা আমার পরিত্রাণ আগতপ্রায়, এবং আমার ধার্মিকতার প্রকাশ সন্নিকট।" (যিশাইয় ৫৬:১)
- আমি সদাপ্রভুর প্রতি দৃষ্টি রাখিব, আমার ত্রাণেশ্বরের অপেক্ষা করিব (মীখা ৭:৭)
- কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। (ইয়োব ১৯:২৫)
- কিন্তু আমি তোমার দয়াতে বিশ্বাস করিয়াছি; আমার চিত্ত তোমার পরিত্রাণে উল্লসিত হইবে। (গীতসংহিতা ১৩:৫)
- পরে হান্না প্রার্থনা করিয়া কহিলেনঃ "আমার অন্তঃকরণ সদাপ্রভুতে উল্লসিত... সদাপ্রভুর ন্যায় পবিত্র কেহ নাই, তুমি ব্যতীত আর কেহ নাই, আমাদের ঈশ্বরের তুল্য শৈল নাই।" (১ শমূয়েল ২:১-২)
- সেই দিন লোকে বলিবে, এই দেখ, ইনিই আমাদের ঈশ্বর; আমরা ইঁহারই অপেক্ষায় ছিলাম, ইনি আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন; ইনিই সদাপ্রভু; আমরা ইঁহারই অপেক্ষায় ছিলাম, আমরা ইঁহার কৃত পরিত্রাণে উল্লসিত হইব, আনন্দ করিব। (যিশাইয় ২৫:৯)

অনেক ইহুদি মানুষ যীশুর আগমনের জন্য যথাযথভাবে অপেক্ষা করছিল, যেমন শিমিয়োন এবং হান্না যারা যীশুকে শিশু অবস্থায় দেখেছিলেন।

- শিমিয়োন...তিনি তাঁহাকে কোলে লইলেন, আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, ও কহিলেন, "হে স্বামিন্, এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কেননা আমার নয়নযুগল তোমার পরিত্রাণ দেখিতে পাইল" (লূক ২:২৫,২৮-৩০)
- হান্না...ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, এবং যত লোক মুক্তির অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা বলিতে লাগিলেন। (লূক ২:৩৬,৩৮)

১২। ভবিষ্যদ্বাণী এবং পূর্বাভাস

পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি দেখিয়েছিল যে যীশু ছিলেন ঈশ্বর পুত্র (ইমানুয়েল মানে আমাদের সহিত ঈশ্বর) এবং দেখিয়েছিল যে তিনি আমাদের পাপ বহন করবেন।

- কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে- 'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ। (যিশাইয় ৯:৬)
- দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল [আমাদের সহিত ঈশ্বর] রাখিবে। (যিশাইয় ৭:১৪)
- কে স্বর্গারোহণ করিয়া নামিয়া আসিয়াছেন? কে আপন মুষ্টিদ্বয়ে বায়ু গ্রহণ করিয়াছেন? কে আপন বস্ত্রে জলরাশি বাঁধিয়াছেন? কে পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত স্থাপন করিয়াছেন? তাঁহার নাম কি? তাঁহার পুত্রের নাম কি? (হিতোপদেশ ৩০:৪)
- পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও, কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে। ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন। (গীতসংহিতা ২:১২)
- কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলের অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন। (যিশাইয় ৫৩:৫-৬)
- তিনি আপন প্রাণের শ্রমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন; আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককে ধার্মিক করিবেন, এবং তিনিই তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন। (যিশাইয় ৫৩:১১)

পুরাতন নিয়মে যীশু সম্পর্কে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং কয়েকশ বছর পরে যীশুতে এর পরিপূর্ণতা পেয়েছিল।

- তাহাতে তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে (সখরিয় ১২:১০)
- কিন্তু একজন সেনা বর্শা দিয়া তাঁহার কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করিল; তাহাতে অমনি রক্ত ও জল বাহির হইল। (যোহন ১৯:৩৪)
- আর তুমি, হে বৈৎলেহম-ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; প্রাক্কাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি। (মীখা ৫:২)
- যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হইয়াছিল (মথি ২:১)
- দেখ, তোমার রাজা তোমার নিকটে আসিতেছেন; তিনি ধর্মময় ও পরিত্রাণযুক্ত, তিনি নম্র ও গর্দভে উপবিষ্ট, গর্দভীর শাবকে উপবিষ্ট। (সখরিয় ৯:৯)
- এবং তাহার পৃষ্ঠে আপনাদের বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপরে যীশুকে বসাইলেন। পরে যখন তিনি যাইতে লাগিলেন, লোকেরা আপন আপন বস্ত্র পথে পাতিয়া দিতে লাগিল। (লূক ১৯:৩৫-৩৬)
- আমি প্রহারকদের প্রতি আপন পৃষ্ঠ, যাহারা দাড়ি উপড়াইয়াছে, তাহাদের প্রতি আপন গাল পাতিয়া দিলাম, অপমান ও থুথু হইতে আপন মুখ আচ্ছাদন করিলাম না। (যিশাইয় ৫০:৬)
- তখন তাহারা তাঁহার মুখে থুথু দিল ও তাঁহাকে ঘুসি মারিল। (মথি ২৬:৬৭)

অনেক বাস্তব ঘটনা যীশুর বিষয়ে পূর্বাভাস দিয়েছিল। নীচে যোষেফের জীবনের কয়েকটি ঘটনা এবং যীশুর মধ্যে এর পরিপূর্ণতা দেখাচ্ছে।

- যোষেফ তাহাদের কুব্যবহারের বার্তা পিতার নিকটে আনিত...এবং...তাহাকে দ্বেষ করিত, তাহার সঙ্গে প্রণয়ভাবে কথা কহিতে পারিত না। (আদিপুস্তক ৩৭:২,৪)
- জগৎ তোমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে, কারণ আমি তাহার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিই যে, তাহার কর্ম মন্দ। (যোহন ৭:৭)
- তাহারা দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল...সে নিকটে উপস্থিত হইবার পূর্বে তাহাকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিল। (আদিপুস্তক ৩৭:১৮)
- প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল। (মথি ২৭:১)
- ঈশ্বর পৃথিবীতে...তোমাদিগকে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। (আদিপুস্তক ৪৫:৭)
- আর আমরা দেখিয়াছি ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, পিতা পুত্রকে জগতের ত্রাণকর্তা করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। (১ যোহন ৪:১৪)
- মিসরীয়েরা সকলে যোষেফের নিকটে আসিয়া কহিল, আমাদিগকে খাদ্যদ্রব্য দিউন, আমাদের রৌপ্য শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা কি আপনার সম্মুখে মরিব? (আদিপুস্তক ৪৭:১৫)
- যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, "আমিই সেই জীবন-খাদ্য" (যোহন ৬:৩৫)

১৩। আদম ও হবা

আদম ও হবা তাদের কৃতকর্মের মাধ্যমে তাদের নগ্নতা (পাপের লজ্জা) ঢাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর দেখিয়েছিলেন যে কেবল তাঁর বিধানই গ্রহণযোগ্য।

- তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা উলঙ্গ; আর ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। (আদিপুস্তক ৩:৭)
- আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদিগকে পরাইলেন। (আদিপুস্তক ৩:২১)

আমাদের পাপকে আমাদের কাজ বা "সৎকর্ম" দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টার অসারতা সম্পর্কে এখানে অনুরূপ অনুচ্ছেদ রয়েছে।

- তাহাদের জালের সূতায় বস্ত্র হইবে না, তাহাদের কর্মে তাহারা আচ্ছাদিত হইবে না, তাহাদের কর্ম সকল অধর্মের কর্ম (যিশাইয় ৫৯:৬)
- যে আপন অধর্ম সকল ঢাকে, সে কৃতকার্য হইবে না; কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সে করুণা পাইবে। (হিতোপদেশ ২৮:১৩)

যদি আমরা আমাদের নোংরা পোশাক ফেলে দিয়ে আমাদের পাপ স্বীকার করি, এবং তারপর যীশুর কাছে ছুটে যাই, তাহলে আমরা তাঁর ধার্মিকতার পোশাক পাব।

- আমরা ত সকলে অশুচি ব্যক্তির সদৃশ হইয়াছি, আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ণ হই, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। (যিশাইয় ৬৪:৬)
- তখন সে আপনার কাপড় ফেলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া যীশুর নিকটে গেল। (মার্ক ১০:৫০)
- আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরের উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জার ন্যায় শিরোভূষণ পরে, কন্যা যেমন আপন রত্নরাজি দ্বারা আপনাকে

অলঙ্কৃতা করে, তেমনি তিনি আমাকে পরিত্রাণ-বস্ত্র পরাইয়াছেন ধার্মিকতা-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন। (যিশাইয় ৬১:১০)
- সদাপ্রভুর দাসদের এই অধিকার, এবং আমা হইতে তাহাদের এই ধার্মিকতা লাভ হয়, ইহা সদাপ্রভু কহেন। (যিশাইয় ৫৪:১৭)

নোংরা পোশাক বা পরিচ্ছদ ভেঙে পড়বে, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে পাপ প্রকাশ করবে। যীশুর ধার্মিকতাই একমাত্র পোশাক যা টিকে থাকতে পারে।

- তোমার ধর্মশীলতা চিরস্থায়ী ধর্মশীলতা (গীতসংহিতা ১১৯:১৪২)
- কেননা কীটে তাহাদিগকে বস্ত্রের ন্যায় খাইয়া ফেলিবে, ও কৃমিরা তাহাদিগকে মেষলোমের ন্যায় খাইয়া ফেলিবে; কিন্তু আমার ধর্মশীলতা অনন্তকাল ও আমার পরিত্রাণ পুরুষানুক্রমে থাকিবে। (যিশাইয় ৫১:৮)
- ধন্য সেই ব্যক্তি, যে জাগিয়া থাকে, এবং আপন বস্ত্র রক্ষা করে, যেন সে উলঙ্গ হইয়া না বেড়ায়, এবং লোকে তাহার অপমান না দেখে। (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৫)

আমরা যদি আমাদের কাজের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা হয়তো ভাবব যে আমরা উদ্ধার পেয়েছি, কিন্তু আমরা জানতে পারব যে আমাদের যীশুর ধার্মিকতার পোশাক ছিল না বা পাইনি।

- পরে রাজা অতিথিদিগকে দেখিবার জন্যে ভিতরে আসিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন, যাহার বিবাহ-বস্ত্র ছিল না; তিনি তাহাকে কহিলেন, হে বন্ধু, তুমি কেমন করিয়া বিবাহ-বস্ত্র বিনা এখানে প্রবেশ করিলে? সে নিরুত্তর হইল। তখন রাজা পরিচারকদিগকে কহিলেন, উহার হাত-পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। (মথি ২২:১১-১৩)

১৪। কয়িন এবং হেবল

কয়িন তার কাজের ফল উৎসর্গ করেছিল এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। হেবল ভেড়া উৎসর্গ করেছিল (যীশুর বলিদানে বিশ্বাসের প্রতীক) এবং তাকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

- হেবল মেষপালক ছিল, ও কয়িন ভূমিকর্ষক ছিল...পরে কালানুক্রমে কয়িন উপহার রূপে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল,আর হেবলও আপন পালের প্রথমজাত কয়েকটি পশু উৎসর্গ করিল...তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন; কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না। এই নিমিত্ত কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষণ্ন হইল। তাহাতে সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ কেন বিষণ্ন হইয়াছে? যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? (আদিপুস্তক ৪:২-৭)

কয়িন তার কাজের উপর (নিজের পথে) আস্থা রেখেছিল, জমি চাষ করেছিল এবং তার নিজের কাজের ফল (বলিদান) দিয়েছিল।

- কারণ হীনবুদ্ধিদের ন্যায় বলিদান করা অপেক্ষা বরং শ্রবণার্থে উপস্থিত হওয়া ভাল; কেননা উহারা যে মন্দ কার্য করিতেছে, তাহা বুঝে না। (উপদেশক ৫:১)
- তোমরা দুষ্টতারূপ চাষ করিয়াছ, অধর্মরূপ শস্য কাটিয়াছ, মিথ্যার ফল ভোজন করিয়াছ; কারণ তুমি আপনার পথে বিশ্বাস করিয়াছ (হোশেয় ১০:১৩)

- একটি পথ আছে, যাহা মানুষের দৃষ্টিতে সরল, কিন্তু তাহার পরিণাম মৃত্যুর পথ। (হিতোপদেশ ১৬:২৫)
- আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের প্রতি আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি; তাহারা আপন আপন কল্পনার অনুসরণ করিয়া কুপথে গমন করে (যিশাইয় ৬৫:২)

যদি আমরা ভালো কাজ করি (ঈশ্বরের পথে চলি), তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা গৃহীত হব, এবং নতুন পৃথিবী থেকে অভিশপ্ত হব না (যেমন কয়িনকে অভিশপ্ত করা হয়েছিল)।

- আর এখন সেই ভূমিতে তুমি শাপগ্রস্ত হইলে (আদিপুস্তক ৪:১১)
- পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, 'ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও' (মথি ২৫:৪১)
- ধার্মিক লোক কখনও বিচলিত হইবে না; কিন্তু দুষ্টগণ দেশে বাস করিবে না। (হিতোপদেশ ১০:৩০)

১৫। কুষ্ঠরোগ থেকে শিক্ষা নেওয়া

ঈশ্বর প্রায়শই বাইবেলে এমন পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করেছেন যার আক্ষরিক অর্থের পাশাপাশি প্রতীকী অর্থও ছিল।

- আমি দর্শনের বৃদ্ধি করিয়াছি, ও ভাববাদিগণ দ্বারা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছি। (হোশেয় ১২:১০)
- কিন্তু ঐ দাসীর পুত্র মাংস অনুসারে, স্বাধীনার পুত্র প্রতিজ্ঞার গুণে জন্মিয়াছিল,এই সকল কথার রূপক অর্থ আছে। (গালাতীয় ৪:২৩-২৪)

ব্যক্তি, পোশাক বা বাড়িতে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি আমাদের পাপপূর্ণতার রোগ সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়।

- তবে যাজক তাহা দেখিবে; আর যদি...দেখিতে চর্মাপেক্ষা নিম্ন বোধ হয়, তবে তাহা অগ্নিদাহে উৎপন্ন কুষ্ঠরোগ...এবং যাজক তাহাকে অশুচি বলিবে...সে অশুচি। সে একাকী বাস করিবে, শিবিরের বাহিরে তাহার বাসস্থান হইবে। (লেবীয় পুস্তক ১৩:২৫,৪৬)
- আর লোমের বস্ত্রে কিম্বা মসীনার বস্ত্রে যদি কুষ্ঠ রোগের কলঙ্ক হয়...তাহা যাজককে দেখাইতে হইবে। পরে যাজক ঐ কলঙ্ক দেখিয়া কলঙ্কযুক্ত বস্তু রুদ্ধ করিয়া রাখিবে...যদি বস্ত্রে সেই কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে...তবে তাহা অশুচি। এবং সে বস্ত্র পোড়াইয়া দিবে...তাহা অগ্নিতে পোড়াইয়া দিতে হইবে। (লেবীয় পুস্তক ১৩:৪৭,৪৯-৫২)
- আর দেখ, যদি ঐ গৃহে কলঙ্ক বাড়িয়া থাকে...সেই গৃহ অশুচি। লোকেরা ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, এবং গৃহের প্রস্তর, কাষ্ঠ ও প্রলেপ সকল নগরের বাহিরে অশুচি স্থানে লইয়া যাইবে। (লেবীয় পুস্তক ১৪:৪৪-৪৫)

কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে উপরের প্রতিটি অনুচ্ছেদে, পরীক্ষা করা পুরোহিত প্রতীকীভাবে ঈশ্বর পুত্র, যীশু খ্রীষ্টকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

- আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র (ইব্রীয় ৪:১৪)
- যিনি জীবিত ও মৃতগণের বিচার করিবেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ও তাঁহার রাজ্যে (২ তীমথিয় ৪:১)
- তেমনি কথা কহিতেছি; মনুষ্যকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়া নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের অন্তঃকরণ পরীক্ষা করেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব বলিয়াই কহিতেছি। (১ থিষলনীকীয় ২:৪)

- তিনি তোমাদের পরীক্ষা করিলে কি মঙ্গল হইবে? মনুষ্য যেমন মনুষ্যকে ভুলায়, তেমনি তোমরা কি তাঁহাকে ভুলাইবে? তাঁহার মহত্ত্বকি তোমাদিগকে ত্রাসযুক্ত করিবে না? তাঁহার ভয়ানকতায় কি তোমরা ভীত হও না? (ইয়োব ১৩:৯,১১)
- যাজকগণ উত্তর করিয়া বলিলেন, "তাহা অশুচি হইবে।"...সদাপ্রভু বলেন, "এই জাতি তদ্রূপ..." "তাহাদের হস্তের সমস্ত কর্মও তদ্রূপ; এবং ঐ স্থানে তাহারা যাহা উৎসর্গ করে, তাহা অশুচি।" (হগয় ভাববাদীর পুস্তক ২:১৩-১৪)

ঈশ্বরের প্রেমময় সতর্কবাণী #১: কুষ্ঠরোগীকে অশুচি ঘোষণা করা হত এবং তাকে একা এবং বাইরে থাকার জন্য নির্বাসিত করা হত।

- দুষ্ট লোক আপন দুষ্কার্যে নিপাতিত হয়, কিন্তু ধার্মিক মরণকালে আশ্রয় পায়। (হিতোপদেশ ১৪:৩২)
- কেননা তোমরা নিশ্চয় জানিতেছ, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধাচারী কি লোভী- সে ত প্রতিমাপূজক- কেহই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পায় না। অনর্থক বাক্য দ্বারা কেহ যেন তোমাদিগকে না ভুলায়; কেননা এই সকল দোষ প্রযুক্ত অবাধ্যতার সন্তানগণের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্তে। (ইফিষীয় ৫:৫-৬)
- আর অপবিত্র কিছু অথবা ঘৃণ্যকর্মকারী ও মিথ্যাচারী কেহ কখনও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কেবল মেষশাবকের জীবন-পুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, তাহারাই প্রবেশ করিবে। (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৭)

ঈশ্বরের প্রেমময় সতর্কবাণী #২: কুষ্ঠরোগীর পোশাকটিকে অপবিত্র ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল।

- সিয়োনে পাপিগণ কাঁপিতেছে, পামরগণ ত্রাসাপন্ন হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কে সর্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে? আমাদের মধ্যে কে চিরকালস্থায়ী অগ্নিশিখাসমূহের নিকটে থাকিতে পারে? (যিশাইয় ৩৩:১৪)

ঈশ্বরের প্রেমময় সতর্কবাণী #৩: কুষ্ঠরোগীর ঘরটিকে অপবিত্র ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ধ্বংস করা হয়েছিল।

- ধিক্ তাহাদিগকে! কেননা তাহারা আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে; তাহাদের সর্বনাশ! কেননা তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্মাচরণ করিয়াছে; আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। তাহারা অন্তঃকরণের সহিত আমার কাছে ক্রন্দন করে নাই (হোশেয় ৭:১৩-১৪)
- ঈশ্বরও তোমাকে চিরতরে বিনষ্ট করিবেন, তোমাকে ধরিয়া তাম্বু হইতে টানিয়া লইবেন, জীবিতদের দেশ হইতে তোমাকে উন্মূলন করিবেন। [সেলা] (গীতসংহিতা ৫২:৫)

নতুন নিয়মের এই অংশটি আগুন, ধ্বংস এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্নতার পরিণতি প্রদর্শন করে।

- এবং ক্লেশ পাইতেছ যে তোমরা, তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দিবেন, [ইহা তখনই হইবে] যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে তাঁহার পরাক্রমশালী দূতগণের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন, এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে, ইহা সেই দিন ঘটিবে, যে দিন তিনি আপন পবিত্রগণে গৌরবান্বিত হইবার, এবং যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের সকলেতে চমৎকারের পাত্র হইবার

জন্য আগমন করিবেন; আমরা তোমাদের কাছে যে সাক্ষ্য দিয়াছি, তাহা ত বিশ্বাসে গৃহীত হইয়াছে। (২ থিষলনীকীয় ১:৭-১০)

যেহেতু ঈশ্বর হলেন সকল ভালোর উৎস, তাই ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বিতাড়িত বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হল শান্তি থেকে বিচ্ছিন্নতা।

- সদাপ্রভু কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি নাই। (যিশাইয় ৪৮:২২)
- তাহাদের চিন্তা সকল অধর্মের চিন্তা...তাহারা শান্তির পথ জানে না, তাহাদের মার্গে বিচার নাই; তাহারা আপনাদের পথ বক্র করিয়াছে; যে কেহ সেই পথে যায়, সে শান্তি জানে না। (যিশাইয় ৫৯:৭-৮)

আমাদের নিজেদের শুদ্ধ করার কোন আশা নেই, কিন্তু যীশু আমাদের পাপের কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য করতে পারেন এবং আমাদের শুদ্ধ করতে পারেন।

- কে বলিতে পারে, আমি চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়াছি, আমার পাপ হইতে শুচি হইয়াছি? (হিতোপদেশ ২০:৯)
- অশুচি হইতে শুচির উৎপত্তি কে করিতে পারে? একজনও পারে না! (ইয়োব ১৪:৪)
- একদা একজন কুষ্ঠরোগী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বিনতি করিয়া ও জানু পাতিয়া কহিল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন। তিনি করুণাবিষ্ট হইয়া হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, কহিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিকৃত হও। তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগ তাহাকে ছাড়িয়া গেল, সে শুচিকৃত হইল। (মার্ক ১:৪০-৪২)
- কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি...তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে। (১ যোহন ১:৭)

আমাদের নিজেদের সরল করার কোন আশা নেই, কিন্তু যীশু আমাদের পাপের কুটিলতা থেকে আরোগ্য করতে পারেন এবং আমাদের সোজা করতে পারেন।

- সূর্যের নিচে কৃত সমস্ত কার্য আমি দেখিয়াছি; দেখ, সেই সকলই অসার ও বায়ু ভক্ষণ মাত্র। যাহা বক্র, তাহা সোজা করা যায় না; এবং যাহা নাই, তাহা গণনা করা যায় না। (উপদেশক ১:১৪-১৫)
- আর দেখ, একজন স্ত্রীলোক, যাহাকে আঠার বৎসর ধরিয়া দুর্বলতার আত্মায় পাইয়াছিল, সে কুব্জা, কোন মতে সোজা হইতে পারিত না। তাহাকে দেখিয়া যীশু কাছে ডাকিলেন, আর কহিলেন, হে নারি, তোমার দুর্বলতা হইতে মুক্ত হইলে। পরে তিনি তাহার উপরে হস্তার্পণ করিলেন; তাহাতে সে তখনই সোজা হইয়া দাঁড়াইল, আর ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল। (লূক ১৩:১১-১৩)
- হে সদাপ্রভু, আমাকে সুস্থ কর, তাহাতে আমি সুস্থ হইব; আমাকে পরিত্রাণ কর, তাহাতে আমি পরিত্রাণ পাইব, কেননা তুমি আমার প্রশংসা-ভূমি। (যিরমিয় ১৭:১৪)

পাপের দাসত্ব এবং বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করার কোন আশা আমাদের নেই, কিন্তু যীশু আমাদের মুক্ত করতে পারেন।

- কারণ আমরা দাস, তথাপি আমাদের ঈশ্বর আমাদের দাসত্বে আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু আমাদিগকে দয়াপ্রাপ্ত করিলেন। (ইষ্রা ৯:৯)
- আমি যিহোবা...আমি তোমাদিগকে তাহাদের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিব...এবং প্রসারিত বাহু দ্বারা তোমাদিগকে মুক্ত করিব (যাত্রাপুস্তক ৬:৬)
- অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে। (যোহন ৮:৩৬)

- কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে। (রোমীয় ৮:২)

স্বভাবতই, আমাদের হৃদয় প্রতারক এবং কঠিন, কিন্তু যীশু আমাদের একটি নতুন হৃদয় দিতে পারেন।

- এক বংশ আছে, তাহারা আপনাদের দৃষ্টিতে শুচি, তবু আপনাদের মালিন্য হইতে ধৌত হয় নাই। (হিতোপদেশ ৩০:১২)
- দুষ্টের হৃদয়মধ্যে অধর্ম তাহার কাছে কথা বলে, ঈশ্বর-ভয় তাহার চক্ষুর অগোচর। সে নিজের দৃষ্টিতে আত্মশ্লাঘা করিয়া বলে, আমার অধর্ম আবিষ্কৃত ও ঘৃণিত হইবে না। (গীতসংহিতা ৩৬:১-২)
- তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাই ত মনুষ্যদের সাক্ষাতে আপনাদিগকে ধার্মিক দেখাইয়া থাক, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের অন্তঃকরণ জানেন; কেননা মনুষ্যদের মধ্যে যাহা উচ্চ, তাহা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ঘৃণিত। (লূক ১৬:১৫)
- অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য, কে তাহা জানিতে পারে? আমি সদাপ্রভু অন্তঃকরণের অনুসন্ধান করি, আমি মর্মের পরীক্ষা করি; আমি প্রত্যেক মনুষ্যকে আপন আপন আচরণানুসারে আপন আপন কর্মের ফল দিয়া থাকি। (যিরমিয় ১৭:৯-১০)
- ধন্য সেই, যাহার অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহার পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে সদাপ্রভু অপরাধ গণনা করেন না, ও যাহার আত্মায় প্রবঞ্চনা নাই। (গীতসংহিতা ৩২:১-২)
- তুমি প্রত্যেক জনকে স্ব স্ব সমস্ত পথ অনুযায়ী প্রতিফল দিও; তুমি ত তাহাদের অন্তঃকরণ জান; কেননা একমাত্র তুমিই মনুষ্য-সন্তানদের অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছ (২ বংশাবলি ৬:৩০)
- হে ঈশ্বর, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর (গীতসংহিতা ৫১:১০)
- আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব। আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। (যিহিষ্কেল ৩৬:২৫-২৬)

১৬। ঈশ্বরের চোখে দুই ধরনের মানুষ

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে, আমরা হয় দুষ্ট (নিজের শক্তির উপর ভরসা করা), অথবা আমরা একজন ধার্মিক সাধু (ঈশ্বরের উপর ভরসা করা)।

- তিনি আপন সাধুদের চরণ রক্ষা করিবেন, কিন্তু দুষ্টগণ অন্ধকারে স্তব্ধীকৃত হইবে; কেননা বলে কোন মনুষ্য জয়ী হইবে না। (১ শমূয়েল ২:৯)
- কারণ দুষ্টদের বাহু ভগ্ন হইবে; কিন্তু সদাপ্রভু ধার্মিকদিগকে ধরিয়া রাখেন। (গীতসংহিতা ৩৭:১৭)
- সদাপ্রভু সর্বজাতির দৃষ্টিতে আপন পবিত্র বাহু অনাবৃত করিয়াছেন; আর পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত আমাদের ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখিবে। (যিশাইয় ৫২:১০)
- তিনি দেখিলেন, কোন পুরুষ বর্তমান নাই,...এই হেতু তাঁহারই বাহু তাঁহার জন্য পরিত্রাণ সাধন করিল, তাঁহারই ধর্মশীলতা তাঁহাকে তুলিয়া ধরিল (যিশাইয় ৫৯:১৬)
- তুমি বাহুবল দ্বারা আপন প্রজাদিগকে মুক্ত করিয়াছ (গীতসংহিতা ৭৭:১৫)
- আমার ধর্মশীলতা নিকটবর্তী, আমার পরিত্রাণ নির্গত হইল,...এবং আমার বাহুতে প্রত্যাশা রাখিবে। (যিশাইয় ৫১:৫)

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেমন মাত্র দুই ধরণের মানুষ আছে, তেমনি ফলাফলও মাত্র দুটি।

- পরে ইহারা অনন্ত দণ্ডে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিবে। (মথি ২৫:৪৬)

- ধার্মিকদের প্রত্যাশা আনন্দজনক; কিন্তু দুষ্টদের আশ্বাস বিনাশ পাইবে। সদাপ্রভুর পথ সিদ্ধের পক্ষে দুর্গ, কিন্তু তাহা অধর্মাচারীদের পক্ষে সর্বনাশ। (হিতোপদেশ ১০:২৮-২৯)
- সিদ্ধকে অবধারণ কর, সরলকে নিরীক্ষণ কর; শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির শেষ ফল আছে। অধর্মাচারিগণ সকলেই বিনষ্ট হইবে; দুষ্টদের শেষ ফল উচ্ছিন্ন হইবে। কিন্তু ধার্মিকদের পরিত্রাণ সদাপ্রভু হইতে, তিনি সঙ্কটকালে তাহাদের দৃঢ় দুর্গ। সদাপ্রভু তাহাদের সাহায্য করেন...এবং রক্ষা করেন,কারণ তাহারা তাঁহার শরণ লইয়াছে। (গীতসংহিতা ৩৭:৩৭-৪০)
- ধার্মিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার পায়, কিন্তু দুষ্ট তাহার স্থানে উপস্থিত হয়। (হিতোপদেশ ১১:৮)
- মনুষ্যপুত্র আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত বিঘ্নজনক বিষয় ও অধর্মাচারীদিগকে সংগ্রহ করিবেন, এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে। তখন ধার্মিকেরা আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইবে। (মথি ১৩:৪১-৪৩)

ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন, এবং তাঁর কাছে না আসার জন্য লোকেরা নরকে গেলে, তাতে তাঁর কোন আনন্দ নেই।

- অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন..."আর তোমরা জীবন পাইবার নিমিত্ত আমার নিকটে আসিতে ইচ্ছা কর না।" (যোহন ৫:১৯,৪০)
- প্রভু সদাপ্রভু কহেন, 'আমার জীবনের দিব্য, দুষ্ট লোকের মরণে আমার সন্তোষ নাই; বরং দুষ্ট লোক যে আপন পথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, [ইহাতেই আমার সন্তোষ]।' (যিহিষ্কেল ৩৩:১১)
- তাহা দেখিয়া তাঁহার শিষ্য যাকোব ও যোহন বলিলেন, প্রভু, আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, এলিয় যেমন করিয়াছিলেন, তেমনি আমরা বলি, আকাশ হইতে অগ্নি নামিয়া আসিয়া ইহাদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলুক? কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে ধমক্ দিলেন, আর কহিলেন, তোমরা কি প্রকার আত্মার লোক, তাহা জান না। ' কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই, কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। পরে তাঁহারা অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন। (লূক ৯:৫৪-৫৬)

আমরা সকলেই পাপ স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু যীশুর ধার্মিকতায় বিশ্বাস করে আমরা ধার্মিক হতে পারি (পুনরায় জন্ম নিতে পারি)।

- দুষ্টগণ গর্ভ হইতেই বিপথগামী, তাহারা জন্মাবধি মিথ্যা কহিতে কহিতে ভ্রমপথে বেড়ায়। (গীতসংহিতা ৫৮:৩)
- দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে, পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। (গীতসংহিতা ৫১:৫)
- যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না। (যোহন ৩:৩)
- যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হই। (২ করিন্থীয় ৫:২১)
- কিন্তু এখন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই ঈশ্বর-দেয় ধার্মিকতা প্রকাশিত হইয়াছে, আর ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণ কর্তৃক তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। ঈশ্বর-দেয় সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে (রোমীয় ৩:২১-২২)

এক বা অন্যজনকে অনুসরণ করার অর্থে কেবল দুজন"পিতা" রয়েছে। যদি আমাদের পুনঃজন্ম হয় তবে ঈশ্বর আমাদের পিতা।

- যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে... তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা...সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা। (যোহন ৮:৪২,৪৪)
- ইহারা তাঁহার সম্বন্ধে ভ্রষ্টাচারী, তাঁহার সন্তান নয়, এই ইহাদের কলঙ্ক; ইহারা বিপথগামী ও কুটিল বংশ। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৫)

বিশ্বাসেরও মাত্র দুই প্রকার আছে, আমরা আমাদের কাজের উপর বিশ্বাস রাখি, অথবা ঈশ্বরের কাজের উপর বিশ্বাস রাখি।

- সদাপ্রভু এই কথা কহেন, যে ব্যক্তি মনুষ্যে নির্ভর করে, মাংসকে আপনার বাহু জ্ঞান করে, ও যাহার অন্তঃকরণ সদাপ্রভু হইতে সরিয়া যায়, সে শাপগ্রস্ত। সে মরুভূমিস্থ ঝাউ গাছের সদৃশ হইবে, মঙ্গল আসিলে তাহার দর্শন পাইবে না, কিন্তু প্রান্তরের উত্তপ্ত স্থানে ও নিবাসীহীন লবণ-ভূমিতে বাস করিবে। (যিরমিয় ১৭:৫-৬)
- "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে সদাপ্রভুতে নির্ভর করে, যাহার বিশ্বাসভূমি সদাপ্রভু। সে জলের নিকটে রোপিত এমন বৃক্ষের ন্যায় হইবে...এবং গ্রীষ্মের আগমনে সে ভয় করিবে না" (যিরমিয় ১৭:৭-৮)
- "আমি মর্মের ও হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপন আপন কার্যানুযায়ী ফল দিব" । (প্রকাশিত বাক্য ২:২৩)
- পুত্রকে যে পাইয়াছে, সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই। (১ যোহন ৫:১২)

১৭। আমাদের প্রয়োজন উপলব্ধি

আমাদের যা কিছু আছে তা "বিক্রি/ত্যাগ" করা উচিত, এই উপলব্ধি করে যে এটি আমাদের কাজের বিষয় নয়, আমাদের কোন সদ্গুণ নেই এবং কেবল যীশুই মঙ্গলময়।

- অতএব যে ইচ্ছা করে, বা যে দৌড়ায়, তাহা হইতে এটি হয় না, কিন্তু দয়াকারী ঈশ্বর হইতে হয়। (রোমীয় ৯:১৬)
- একজন দৌড়াইয়া আসিয়া...জিজ্ঞাসা করিল, হে সদ্গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব? যীশু তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ কেন বলিতেছ? একজন ব্যতিরেকে সৎ আর কেহ নাই, তিনি ঈশ্বর। তুমি আজ্ঞা সকল জান...সেই বক্তি তাঁহাকে কহিল, হে গুরু, বাল্যকাল অবধি এই সকল পালন করিয়া আসিতেছি। যীশু তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে ভাল বাসিলেন, এবং কহিলেন, এক বিষয়ে তোমার ত্রুটি আছে, যাও, তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় কর...আর আইস, আমার পশ্চাদ্গামী হও। সে বিষণ্ন...দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল, কারণ তাহার বিস্তর সমপত্তি ছিল। (মার্ক ১০:১৭-২২)
- তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। (লূক ১৪:৩৩)

যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার একটা জিনিসের অভাব আছে"। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যীশুর উপর বিশ্বাস রেখে আমাদের নাম জীবন পুস্তকে আছে কিনা।

- পরে আমি "এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন," তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করিল...আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরে "কয়েকখানি পুস্তক খোলা হইল

” এবং আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পুস্তক খোলা হইল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে “আপন আপন কার্যানুসারে” বিচারিত হইল...আর জীবন-পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল। (প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১২,১৫)

ক্রুশে তুলে নেওয়ার অর্থ হল আমাদের অহংকারের মৃত্যু, আমাদের কাছে ভালো কিছু দেওয়ার আছে কিনা তা অস্বীকার করা এবং তাতে বিরক্ত না হওয়া।

- তিনি কহিলেন..."কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, সে আপনাকে অস্বীকার করুক, আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদ্‌গামী হউক।" (মার্ক ৮:৩৪)
- হে ভ্রাতৃগণ, আমি যদি এখনও ত্বক্‌ছেদ প্রচার করি, তবে আর তাড়না ভোগ করি কেন? তাহা হইলে ক্রুশের বিঘ্ন লুপ্ত হইয়াছে। (গালাতীয় ৫:১১)
- বাহিনীগণের সদাপ্রভু...তাহা হইলে তিনি পবিত্র আশ্রয় হইবেন; কিন্তু তিনি বিঘ্নজনক প্রস্তর ও বাধাজনক পাষাণ হইবেন (যিশাইয় ৮:১৩-১৪)
- আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্নের কারণ না পায়। (মথি ১১:৬)

ঈশ্বরের পরিত্রাণ সকলের জন্য উন্মুক্ত, কিন্তু আমরা কেবল তখনই তা গ্রহণ করতে পারি যদি আমরা আমাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করি এবং বিশ্বাসের সাথে তাঁর কাছে আসি।

- আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক। (১ যোহন ২:২)
- কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় মনুষ্যের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করে (তীত ২:১১)
- কারণ ইহারই নিমিত্ত আমরা পরিশ্রম ও প্রাণপণ করিতেছি; কেননা যিনি সমস্ত মনুষ্যের, বিশেষতঃ বিশ্বাসীবর্গের ত্রাণকর্তা, আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি। (১ তীমথিয় ৪:১০)

যদি আমরা পাপী হিসেবে আমাদের এই নিদারুণ প্রয়োজন উপলব্ধি করি এবং যীশুতে বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা তাঁর পরিত্রাণের জন্য তাঁকে ডাকবো।

- কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে, এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন। তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন, তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন। (গীতসংহিতা ৭২:১২-১৩)
- এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্বতোভাবে গ্রহণের যোগ্য যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য; কিন্তু এই জন্য দয়া পাইয়াছি, যেন যীশু খ্রীষ্ট এই অগ্রগণ্য আমাতে সম্পূর্ণ দীর্ঘসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, যাহাতে আমি তাহাদের আদর্শ হইতে পারি, যাহারা অনন্ত জীবনের নিমিত্ত তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে। (১ তীমথিয় ১:১৫-১৬)
- কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়; কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা। (ইব্রীয় ১১:৬)
- কেননা তিনি সকলেরই একমাত্র প্রভু; যত লোক তাঁহাকে ডাকে, সেই সকলের পক্ষে তিনি ধনবান। কারণ "যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।" (রোমীয় ১০:১২-১৩)

যদি আমরা বুঝতে পারি যে আমরা পাপে আক্রান্ত এবং যীশুতে বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা তাঁর কাছে সুস্থ হতে আসব এবং আমরা মারা যাব না।

- তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা গিয়া শিক্ষা কর, এই বচনের মর্ম কি, "আমি দয়াই চাই, বলিদান নয় " ; কেননা আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে ডাকিতে আসিয়াছি। (মথি ৯:১২-১৩)
- আমি কহিলাম, হে সদাপ্রভু, আমাকে কৃপা কর, আমার প্রাণ সুস্থ কর, কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি। (গীতসংহিতা ৪১:৪)

যদি আমরা আমাদের ধার্মিকতার অভাব উপলব্ধি করি এবং ঈশ্বরের ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত থাকি, তাহলে আমরা স্বর্গে হাসবো এবং আনন্দ করবো।

- ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে। (মথি ৫:৬)
- পরে তিনি আপন শিষ্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ধন্য দীনহীনেরা, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। ধন্য তোমরা, যাহারা এখন ক্ষুধিত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হইবে। ধন্য তোমরা, যাহারা এক্ষণে রোদন কর, কারণ তোমরা হাসিবে। (লূক ৬:২০-২১)
- হে আমার প্রিয় ভ্রাতৃগণ, শুন, সংসারে যাহারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাহাদিগকে মনোনীত করেন নাই, যেন তাহারা বিশ্বাসে ধনবান হয়, এবং যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের কাছে অঙ্গীকৃত রাজ্যের অধিকারী হয়? (যাকোব ২:৫)
- তখন মরিয়ম কহিলেন, "আমার প্রাণ প্রভুর মহিমাকীর্তন করিতেছে, আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে উল্লসিত হইয়াছে...কারণ যিনি পরাক্রমী, তিনি আমার জন্য মহৎ মহৎ কার্য করিয়াছেন; এবং তাঁহার নাম পবিত্র...তিনি ক্ষুধার্তদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং ধনবানদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিয়াছেন। (লূক ১:৪৬-৪৭,৪৯,৫৩)
- এই দুঃখী ডাকিল, সদাপ্রভু শ্রবণ করিলেন, ইহাকে সকল সঙ্কট হইতে নিস্তার করিলেন। (গীতসংহিতা ৩৪:৬)
- তাহারা ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত হইল, তাহাদের প্রাণ অন্তরে মূর্চ্ছাপন্ন হইল। সঙ্কটে তাহারা সদাপ্রভুর কাছে ক্রন্দন করিল, আর তিনি তাহাদিগকে কষ্ট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি তাহাদিগকে সরল পথেও গমন করাইলেন...লোকে সদাপ্রভুর স্তব করুক, তাঁহার দয়াপ্রযুক্ত, মনুষ্য-সন্তানদের জন্য তাঁহার আশ্চর্য কর্মপ্রযুক্ত। কারণ তিনি আপ্যায়িত করেন আকাঙ্ক্ষী প্রাণকে, তিনি ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন। (গীতসংহিতা ১০৭:৫-৯)
- হে ঈশ্বর, তুমি আপন মঙ্গলভাবে দুঃখীর নিমিত্ত আয়োজন করিলে। (গীতসংহিতা ৬৮:১০)

কিন্তু, যদি আমরা আমাদের "ধন-সম্পদের" উপর আস্থা রাখি (ভাবি যে আমরা সৎগুণে সমৃদ্ধ), তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আমাদের "ধন-সম্পদ" আসলে মূল্যহীন ছিল।

- কিন্তু ধিক্ তোমাদিগকে, হা ধনবানেরা, কারণ তোমরা আপনাদের সান্ত্বনা পাইয়াছ। ধিক্ তোমাদিগকে, যাহারা এক্ষণে পরিতৃপ্ত, কারণ তোমরা ক্ষুধিত হইবে; ধিক্ তোমাদিগকে, যাহারা এক্ষণে হাস্য কর, কারণ তোমরা বিলাপ ও রোদন করিবে। (লূক ৬:২৪-২৫)
- যে আপন ধনে নির্ভর করে, সে পতিত হয়; কিন্তু ধার্মিকগণ সতেজ পল্লবের ন্যায় প্রফুল্ল হয়। (হিতোপদেশ ১১:২৮)
- 'দেখ, ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপন বল করিত না, সে আপনার ধনবাহুল্যে নির্ভর করিত; সে দুষ্টতায় আপনাকে বলবান করিত।' (গীতসংহিতা ৫২:৭)
- কারণ তুমি আপন কার্যে ও আপন ধনকোষে নির্ভর করিতে, এই জন্য তুমিও পরহস্তগত হইবে, (যিরমিয় ৪৮:৭)

- এখন দেখ, হে ধনবানেরা, তোমাদের উপরে যে সকল দুর্দশা আসিতেছে, সেই সকলের জন্য রোদন ও হাহাকার কর। তোমাদের ধন পচিয়া গিয়াছে, ও তোমাদের বস্ত্র সকল কীট-ভক্ষিত হইয়াছে। (যাকোব ৫:১-২)
- কেহ আপনাকে ধনবান দেখায় কিন্তু তাহার কিছুই নাই; কেহ বা নিজেকে দরিদ্র দেখায় কিন্তু তাহার মহাধন আছে। (হিতোপদেশ ১৩:৭)

১৮। ঈশ্বরের পরিত্রাণ সবার জন্য গ্রহণসাধ্য

আমরা যতই ভয়াবহ কাজ করি না কেন, ঈশ্বরের পরিত্রাণ আমাদের জন্য উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা হল আমরা যেন পরিত্রাণ পাই।

- কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি...কারণ ঈশ্বর-দেয় এক ধার্মিকতা সুসমাচারে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে, "কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে"। (রোমীয় ১:১৬-১৭)
- আর যে কেহ সদাপ্রভুর নামে ডাকিবে, সেই রক্ষা পাইবে। (যোয়েল ২:৩২)
- সদাপ্রভু আপন দাসদের প্রাণ মুক্ত করেন; তাঁহার শরণাগত কেহই দোষীকৃত হইবে না। (গীতসংহিতা ৩৪:২২)
- কারণ, হে প্রভু, তুমি মঙ্গলময় ও ক্ষমাবান, এবং যাহারা তোমাকে ডাকে, তুমি সেই সকলের পক্ষে দয়াতে মহান। (গীতসংহিতা ৮৬:৫)
- আমি কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকিব, তাহাতে সদাপ্রভু আমাকে পরিত্রাণ করিবেন। (গীতসংহিতা ৫৫:১৬)
- আর যে পিপাসিত, সে আইসুক; যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭)
- প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন- যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে- কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে, এই তাঁহার বাসনা। (২ পিতর ৩:৯)
- তাহাই আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের সম্মুখে উত্তম ও গ্রাহ্য; তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন সমুদয় মনুষ্য পরিত্রাণ পায়, ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। (১ তীমথিয় ২:৩-৪)

সত্য হলো, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল পাপই ভয়াবহ, কিন্তু আমরা যদি তাঁর দিকে ফিরে যাই তাহলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। একমাত্র পাপ যা ঈশ্বর ক্ষমা করতে পারেন না তা হল পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা, যা আমাদের সারা জীবন যীশুতে বিশ্বাস করার জন্য তাঁর আদেশ অমান্য করে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করে।

- আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, মনুষ্য-সন্তানেরা যে সমস্ত পাপকার্য ও ঈশ্বরনিন্দা করে, সেই সকলের ক্ষমা হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, অনন্তকালেও তাহার ক্ষমা নাই, সে বরং অনন্ত পাপের দায়ী। (মার্ক ৩:২৮-২৯)
- এ সমস্ত হইলেও তাহারা পুনর্বার পাপ করিল, ও তাঁহার আশ্চর্য ক্রিয়াতে বিশ্বাস করিল না। (গীতসংহিতা ৭৮:৩২)
- সনাতন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার নিমিত্তে, সর্বজাতির নিকটে জ্ঞাত করা গিয়াছে (রোমীয় ১৬:২৬)
- আর তাঁহার আজ্ঞা এই, যেন আমরা তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি (১ যোহন ৩:২৩)
- 'তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।' (মার্ক ১:১৫)

- ঈশ্বরে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে; কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা সে বিশ্বাস করে নাই। আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রের মধ্যে আছে। (১ যোহন ৫:১০-১১)
- যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন। যদি আমরা বলি যে, পাপ করি নাই, তবে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করি, এবং তাঁহার বাক্য আমাদের অন্তরে নাই। (১ যোহন ১:৯-১০)
- যে কেহ পুত্রে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে; কিন্তু যে কেহ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখিতে পাইবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে। (যোহন ৩:৩৬)

আমাদের পাপের জন্য অপরাধবোধ বা দুঃখ বোধ করা, আমাদের পাপ স্বীকার করা, অথবা আমাদের পাপের জন্য পুনরুদ্ধার সৃষ্টি আমাদের রক্ষা করতে পারে না।

- তখন যিহূদা, যে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সে যখন বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তখন অনুশোচনা করিয়া সেই ত্রিশ রৌপ্যমুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনবর্গের নিকটে ফিরাইয়া দিল, আর কহিল, "নির্দোষ রক্ত সমর্পণ করিয়া আমি পাপ করিয়াছি।"...তখন সে ঐ মুদ্রা সকল মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, এবং গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। (মথি ২৭:৩-৫)
- কারণ ঈশ্বরের মতানুযায়ী যে মনোদুঃখ, তাহা পরিত্রাণজনক এমন মনপরিবর্তন উৎপন্ন করে, যাহা অনুশোচনীয় নয়; কিন্তু জগতের মনোদুঃখ মৃত্যু সাধন করে। (২ করিন্থীয় ৭:১০)

সত্যিকারের অনুতাপ মানে আমাদের পাপ স্বীকার করা এবং যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস (বিশ্বাস) করা ঈশ্বরের পথের দিকে ফিরে যাওয়া।

- দুষ্ট লোকের মরণে কি আমার কিছু সন্তোষ আছে? ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন; বরং সে আপন কুপথ হইতে ফিরিয়া বাঁচে, ইহাতে কি আমার সন্তোষ হয় না? (যিহিষ্কেল ১৮:২৩)
- সদাপ্রভু বলেন, "এখনও তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত এবং উপবাস, রোদন ও বিলাপ সহকারে আমার কাছে ফিরিয়া আইস।" (যোয়েল ২:১২)
- তোমার গতি সদাপ্রভুতে অর্পণ কর, তাঁহাতে নির্ভর কর, তিনিই কার্য সাধন করিবেন। (গীতসংহিতা ৩৭:৫)
- তখন তিনি তাঁহাদের বুদ্ধিদ্বার খুলিয়া দিলেন, যেন তাঁহারা শাস্ত্র বুঝিতে পারেন; আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, "এইরূপ লিখিত আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করিবেন, এবং তৃতীয় দিনে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠিবেন; আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে" (লূক ২৪:৪৫-৪৭)

সুসংবাদটি সহজ: আমরা যা করি তা কোনওভাবেই পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে না বা যোগ্য হতে পারে না, এবং ঈশ্বর, তাঁর প্রেমে, তাঁর নিজের দ্বারা, তাঁর মঙ্গলভাব এবং তাঁর কর্মের মাধ্যমে আমাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ প্রদান করেছেন। পরিত্রাণ পেতে হলে, আমাদের কেবল (১)আমাদের পাপ স্বীকার করতে হবে, (২)যীশুতে বিশ্বাস করতে হবে যিনি আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন, (৩)এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাঁর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পরিত্রাণের উপহার চান।

- হে ঈশ্বর, তোমার দয়ানুসারে আমার প্রতি কৃপা কর; তোমার করুণার বাহুল্য অনুসারে আমার অধর্ম সকল মার্জনা কর। আমার অপরাধ হইতে আমাকে নিঃশেষে ধৌত কর, আমার পাপ হইতে আমাকে শুচি কর। কেননা আমি নিজে আমার অধর্ম সকল জানি (গীতসংহিতা ৫১:১-৩)

- আর তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া বলিল, মহাশয়েরা, পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? তাঁহারা কহিলেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে। (প্রেরিত্ ১৬:৩০-৩১)
- কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে। (রোমীয় ১০:৯)
- অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন! (মথি ৭:১১)

যদি আমরা সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে থাকি, তাহলে আমরা সমস্ত অপরাধবোধ এবং লজ্জা থেকে মুক্ত। এটাই আনন্দের কারণ!

- কেননা আমি তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ আর স্মরণে আনিব না। (যিরমিয় ৩১:৩৪)
- পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্বদিক্ যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমনি দূরবর্তী করিয়াছেন। (গীতসংহিতা ১০৩:১২)
- কেননা শাস্ত্রে বলে, "যে কেহ তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হইবে না।" (রোমীয় ১০:১১)
- অতএব এখন, যাহারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তাহাদের প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা নাই। (রোমীয় ৮:১)
- তোমরা তাঁহাকে না দেখিয়াও প্রেম করিতেছ; এখন দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া অনির্বচনীয় ও গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ, এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম, অর্থাৎ আত্মার পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেছ। (১ পিতর ১:৮-৯)

যেহেতু ঈশ্বরের সর্বশক্তি আছে এবং তিনি সবকিছু জানেন, তাই তিনি তাঁর বাক্যে আমাদের কী বলেছেন তা শেখার জন্য সময় ব্যয় করা অত্যন্ত মূল্যবান। ঈশ্বরের বাক্য শেখা আমাদের তাঁকে আরও ভালভাবে জানতে সাহায্য করে, আমাদের বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে এবং ভুল শিক্ষা এড়াতে সাহায্য করে।

- আমি তোমার বচনে আনন্দ করি, যেমন মহালুট পাইলে লোকে করে। (গীতসংহিতা ১১৯:১৬২)
- আমার প্রয়োজনীয় যাহা, তদপেক্ষা তাঁহার মুখের বাক্য সঞ্চয় করিয়াছি। (ইয়োব ২৩:১২)
- যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ইহাই কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয় যে, তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম? (মার্ক ১২:২৪)
- তোমার বচনে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির রাখ (গীতসংহিতা ১১৯:১৩৩)
- নবজাত শিশুদের ন্যায় সেই পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর, যেন তাহার গুণে পরিত্রাণের জন্য বৃদ্ধি পাও (১ পিতর ২:২)

বাইবেলের ব্যাখ্যার জন্য সর্বোত্তম উৎস হল বাইবেল। এছাড়াও, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা, যিনি প্রতিটি প্রকৃত বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন, তিনি আমাদের সরাসরি তাঁর বাক্যের অর্থ শেখাতে পারেন।

- কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। (যোহন ১৪:২৬)
- আর তোমরা তাঁহা হইতে যে অভিষেক পাইয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে রহিয়াছে এবং কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেক যেমন সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, এবং তাহা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়, এমন কি, তাহা যেমন তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, তেমনি তোমরা তাঁহাতে থাক। (১ যোহন ২:২৭)

- যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে। (যাকোব ১:৫)
- কারণ তাহার ঈশ্বর তাহাকে যথার্থ শিক্ষা দেন; তিনি তাহাকে জ্ঞান দেন। (যিশাইয় ২৮:২৬)

এই পুস্তিকাটি বিনামূল্যে, ইলেকট্রনিকভাবে বা মুদ্রিতভাবে বিতরণ করা যেতে পারে, যতক্ষণ না এটি পরিবর্তন করা না হয় এবং এটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

এই পুস্তিকাটি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে ডাউনলোড করা যেতে পারে অথবা wonderfulsalvation.com ওয়েবসাইটে অনলাইনে পড়া যেতে পারে।